OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 664 - 690
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কবি বোদলেয়ারের কবিতায় গ্রীক ও রোমক মিথের বহুস্তরীয় পরিপ্রশ্ন : সামাজিক ও কাব্যগত অভিব্যঞ্জনা

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID : ajoy.003@rediffmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Baudelaire, Myth, Fleurs du Mal, Poetry, Le Cygne, Hell, Charon, Andromache, Sphinx, Hades, Asthetic.

Abstract
Charles Baudelaire's poetic approach and the myths used in his poems are inseperable. Greek and Roman myths are the strength of his poems where exquisiteness is underlying. Only Ganga myth of the treasure of Indian myths is present in his poems rendered with intrinsic distinction. He has stood face to face with modern disgusted raucous time. We find the agony of sordid existence in his poem. Easy move of his pen has given the shape of a pleasant image to the ancient Greek and Roman myths. He has continued his quest of multidimensional Greek and Roman myths in his 'Les Fleurs De Mal'(1857). The poet's poetry has centered round the ugly face of urban civilization. Hell is in his poem a perfect myth. 'Sisyphus', cursed by the God of Greek mythology, has come in his poem. Likewise, Greek mythological gods as Phoebus, Apollo, Erebus, Antilope, David, Maddona, Venus, Eldorado, Icaria, Pylades, Electra, Cybele, Andromacho, Simois etc. are also present in his poems. Besides, in poems like 'La Beaute', Les Chats', 'Spleen' we find the cruel night-hag, Sphinx. Baudlaire has enriched his creation through presenting Hector, Pyrrhus, Pelides, Aeacides, Helenus and such others from Homer's Elliad and glorious ancient literature. He has given unparallel poetic glory to myth, fantasy, legendary tale etc. He has capitalised glorious treasure of Greek myth with his own deep insight like a magician. The great poet Baudelaire has created a delightful abode through the suppressed pain of defeated heroes of sublime Greek mythology.

Discussion

।। এক।।

“And, sick at heart, I saw them plunge headfirst
Into the fiery furnace of excess,

Who - tempted by the taste of blood - prefer
A living hell to death and nothingness!"[১]

কবি বোদলেয়ার। নরক তাঁর কবিতার মিথিক বিনির্মাণ। তাঁর কবিতায় নরক স্বতোৎসারিত আবশ্যক উপব্যঞ্জন। নরক একটি সর্বব্যাপক-সার্বজনীন মিথ। উদ্ধৃতিটি বোদলেয়ারের (1821-1867) 'Le Jeu' - কবিতার শেষ স্তবকের শেষ দুটি চরণ। কবিতাটি ওয়াল্টার মার্টিন 'Games of Chance' শিরোনামে ইংরেজিতে কাব্যানুবাদ করেছেন। জুয়া ভাগ্য নির্ভর। জুয়া মানুষকে শূন্যতার নরকে নিয়ে যায়। জুয়ার নেশা এক মনস্তাত্ত্বিক বিকার। জুয়ায় মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে ওঠেন। মানুষের মানুষ হওয়ার সাধনা থেকে বহু দূরের অধোনির্মাণ ঘটে যায় তাঁর নরক যাত্রায়। বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেছেন 'জুয়ো' শিরোনামে। কবির অনুবাদে চরণ দুটি এরকম -

"ঈর্ষিত হৃদয়, তবু হানে ত্রাস দুর্ভাগারা
হ্যাঁ খোলা গহ্বরে ছোটে, আপনার শোণিতে মাতাল,
শূন্যতার যে-কোন অন্যথা খুঁজে সর্বস্বান্ত যারা
হোক তা যাতনা, মৃত্যু, নরকের অনন্ত পাতাল।"[২]

নরক। নরক প্রাচীন মানবজাতির গভীরতম প্রজ্ঞার কল্পিত অনুধ্যান। মানবের সার্বজনীন সমাজ চৈতন্যের নৈতিক সত্যরূপ নরক। নরক মানুষের বিস্ময়বোধক কল্পসৃষ্টি। মানুষের দর্শনবোধের প্রাথমিক মৌল স্তর। জুয়া যে মানুষের জীবনকে পঙ্কিল, দুর্বহ ও বিতৃষ্ণ বিকৃতির ভারে জর্জর করে তোলে, তাই বোঝাতে পুরাণের নরককে কবিতায় ফিরিয়ে এনেছেন কবি বোদলেয়ার। গ্রীক ও রোমক পুরাণে নরক অন্ধকার জগৎকক্ষ - যার দেবতা হেডিস (Hades)। হেডিস পাতালের দেবতা, হেডিস পাতালপুরী শাসন করতেন। মানুষের মৃত আত্মা যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, তখন পাতালপুরীতে যে অধিদেবতা তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তিনি হেডিস। হেডিস মৃতদের প্রভু। পাতালের রাজা তিনি। কোন গ্রীক কিংবদন্তিতে হেডিসকে প্রতিভাবান চিকিৎসক রূপে দেখানো হয়েছে। সর্বোপরি হেডিস তাঁর সুচিকিৎসার গুণে মৃত মানুষকে জীবিত করতে সক্ষম ছিলেন। হেডিসকে ভাগ্য দেবীর প্রভু হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। হেডিস জীবন-মৃত্যুর বিচারক। মানুষ যখন পাতালপুরী আক্রমণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তখন তিনি তাদের ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। হেডিস জাদুর দ্বারা সকলের পতন ঘটাতে সক্ষম হতেন। মৃতদের দেবতা বলে জীবিতরা তাঁকে ভয়ঙ্কর মনে করতেন। কিন্তু তিনি নিজে মৃত্যু ছিলেন না। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি অন্ধকার পাতালপুরীতে কাটিয়েছেন। গ্রীকরা হেডিসকে প্রণাম করতেন। গ্রীক মিথোলজিতে হেডিস সম্পর্কে বলা হয়েছে -

> "Hades was seen as a dark and unattractive god, hard-hearted and merciless… Hades rarely features in classical mythology. In the stories of punishment after death, or of the living humans who visited his dark country, he is seldom involved personally."[৩]

বোদলেয়ারের কাব্যদর্শন নরক দর্শনেরই নামান্তর। কিন্তু তাঁর নরক চির অন্ধকারে ডুবন্ত নয়। নরকের ঘ্রাণ তাঁর কবিতার কোষে কোষে। আর সেখান থেকেই খুঁজে নেওয়া যায়, কবিতার বিমল সৌন্দর্য। কবির কবিতা নিয়ন আলোয় পণ্য হয়ে যাওয়া শহর সভ্যতার অন্ধকারের নারকীয় চিত্রকল্পে টইটম্বুর। নরক আর পাতাল প্রদেশের সীমাবদ্ধ স্থানে নেই। আমাদের এই অসুস্থ রোগ জর্জর অসাম্যের পৃথিবী সত্য সত্যই অন্ধকার আবিষ্ট আন্ডারওয়ার্ল্ড। এখানে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে নারকীয় বিভীষিকা। কবির 'Un Voyage a` Cythere' ('সিথেরায় যাত্রা') - কবিতায় ত্রিশাখা যুক্ত ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহের চিত্রকল্প অসুস্থ পৃথিবীর সত্যকার নরক দর্শন। বাস্তব পৃথিবীর বীভৎসতাকে ধারণ করে আছে, কবিকল্প এই দৃশ্য। এই নারকীয় শব কবির আত্মপ্রতিকৃতি -

"Goddess of Love, your isle was nothing but
An emblem with an image, torn apart."[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সৌন্দর্যের দ্বীপভূমিতে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো পচা মড়ার ব্যাপ্ত চিত্রকল্প। আমাদের অস্তিত্বের মনোমূলে প্রোথিত হয়ে যায় বীভৎস নারকীয় নির্যাস।

বোদলেয়ারের প্রথম কবিতা 'Au Lecteur' - ('To The Reader' - 'পাঠকের প্রতি')। প্রতিদিন আমরা নরকে গড়িয়ে পড়ি - 'down towards Hell'. দিনে দিনে আতঙ্কহীন দুর্গন্ধে ডুবে থাকি। এই তো নরক। ওয়াল্টার মার্টিনের ইংরেজি কাব্যানুবাদে -

"Each day brings one more step in our desce
Through stinking shades that would have gagged us once."[৫]

বোদলেয়ারের অনেক কবিতার ছত্রে ছত্রে নরকের চিত্র। কবির 'Les Phares' (আলোকস্তম্ভ), 'Don Juan aux Enfers' (নরকে ডন জুয়ান), 'Hymne a` La Beaut´e' (সৌন্দর্যের স্তব), 'Sed Non Satiata' (তবু অতৃপ্তা), 'Duellum' (দ্বন্দ্বযুদ্ধ), 'Horreur Sympathique' (অনুকম্পায়ী ত্রাস), 'Chant d' Automne' (হেমন্তের গান), 'Le Vin de I'Assassin' (খুনের মদ), 'Les Litanies de Satan' (শয়তান স্তোত্র), 'Le Voyage' (ভ্রমণ), 'Madrigal triste' (বিষাদগীতিকা) প্রভৃতি কবিতায় নরকের উল্লেখ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অবশেষে কবি লিখলেন, স্থির মৃত্যুর দেশে যাওয়ার সময় হয়েছে। অনির্বাণ উজ্জ্বলন্ত আলোকের জ্যোতি দেখেছেন কবি। সে স্বর্গ থেকে আসুক অথবা নরক থেকে। তাতে কিছু এসে যায় না - 'Hell or Heaven, what does it matter?' কেবলই উজ্জীবনী বিভা। কবি তাঁর 'Le Voyage' ('ভ্রমণ') কবিতায় লিখলেন -

"Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu' importe?
Au fond de I'nconnu pour trouver du nouveau."[৬]

ভারতীয় হিন্দু মিথোলজিতে নরকের বর্ণনা আছে। মর্ত্য পৃথিবীতে পাপ কাজে লিপ্ত মানুষ শাস্তি স্বরূপ নরকে গমন করেন। তাদের নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বিভিন্ন রকম পাপকর্মের জন্য বিভিন্ন রকম নরক নির্দিষ্ট রয়েছে। এগুলির মধ্যে রৌরব, শূকর, বিবসন, মহাজ্বাল, বৈতরণী, কৃমিভোজন, সন্দংশ, মহারৌরব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যেমন যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলেন, ব্রহ্মহত্যার মত ঘটনায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেন, তিনি রৌরব নরকে গমন করেন। 'শিবপুরাণ' - গ্রন্থে বলা হয়েছে -

"কূটসাক্ষ্যন্তু যো ব্যক্তি বিনা বিপ্রং সুরাসবম্।
সদানৃতং বদেদ্‌যস্তু স নরো যাতি রৌরবম্।"[৭]

হিন্দু পুরাণে নরকের সংখ্যা অনেক। অসংগত, রীতি বিরুদ্ধ কর্মই পাপ। এই পাপের কারণেই মানুষ নরকে নিমজ্জিত হয়। অনুতাপ, অনুশোচনা এবং শিব স্মরণেই পাপ বিনষ্ট হয়। গ্রীক মিথোলজির 'Hell' এবং হিন্দু পুরাণের নরকের স্রষ্টারা কেউ কাউকে বলে কয়ে এমন কল্পিত মিথের সৃষ্টি করেননি। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী সর্বব্যাপক মানবমনের মধ্যে একটি সার্বজনীন ঐক্য আছে।

কবিতায় মিথের প্রয়োগ তাৎপর্য ও মিথিক শব্দ-সংকেতের জাদু কবির উপলব্ধির অভিজ্ঞানজাত। কবিতার মিথ চয়ন কবি মানসের নিজস্বতার উপর নির্ভরশীল। ধ্রুপদী স্রষ্টারা যে রকম মিথ ব্যবহার করেন, রোম্যান্টিক কবিরা ঠিক তেমন করেন না। বহু পঠনপাঠনের অধিকারী কবি মনীষীই স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতায় মিথ ব্যবহার করতে পারেন। কবি বোদলেয়ারের কবিতায় ব্যবহৃত মিথ তাঁর কবি মানসের সঙ্গে সংলগ্ন। বিষণ্নতা, বিতৃষ্ণা, পাপ, নরক, শয়তান, পিশাচ-পিশাচী, ভূত-প্রেত, মড়া, গলিত শব, মদমত্ত রতি, ডাকিনী, প্রেতচ্ছায়া, প্রেতদল, স্বর্গদূত, দেবদূত, ডাইনি বুড়ি, জাদুবিদ্যা প্রভৃতি মিথ ও মিথ নির্ভর অলৌকিকতা ও কিংবদন্তি সুলভ শব্দ প্রয়োগে কবি সিদ্ধহস্ত। অতীত ঐতিহ্য থেকে নির্বাসিত আমরা। যুগের ভয়ঙ্কর বিনষ্টি ও বীভৎসতা কবিকে পীড়িত করেছিল। হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসির অমানব ঘটনা চিহ্নিত

মিথকে তুলে এনেছেন কবি। এবং আধুনিক বর্তমানের বাস্তবিক সম্পূরক অণুঘটক রূপে মিথকে ব্যবহার তাৎপর্যে কবিতা-সংলগ্ন শীলিত কাব্যরূপ দিয়েছেন তিনি তাঁর কবিতায়।

।। দুই ।।

আধুনিক কাব্যের প্রতিষ্ঠা পুরুষ যেমন বোদলেয়ার, ঠিক তেমনই আধুনিক কবিতায় মিথের সঞ্চালক, সংরক্ষক এবং স্থপতি হচ্ছেন বোদলেয়ার। বোদলেয়ারই প্রথম আধুনিক কবিতায় মিথের প্রজ্ঞানির্ভর উৎসমুখ উন্মোচিত করে কবিতাকে অতীত ঐতিহ্যের ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। আধুনিক কবিতায় প্রতীক নির্মাণের আদিপুরুষও তিনি। প্যারিস শহর আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত শহরের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ইউরোপের সেই কবি বোদলেয়ার, যিনি আধুনিক কবিতার প্রচ্ছদ আঁকতে গিয়ে নগ্ন বাস্তব যাপনের বিমর্ষ রূপকে কবিতার বিষয় করে তুলেছেন।

বোদলেয়ারের কবিতায় গ্রীক এবং রোমক মিথ কবিতার শক্তি ও সৌকর্য। ভারতীয় মিথের মধ্যে একমাত্র গঙ্গা মিথই স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কবির কবিতায় উপস্থিত। কবিতায় উল্লিখিত বেশিরভাগ মিথ দেশ কালের সীমানা ভেঙে উর্ধ্বতর সার্বজনীনতা অর্জন করেছে। মানব অস্তিত্বের মর্মমূলে রয়েছে সূচিতীক্ষ্ণ বিষণ্ণতা, ভয়াবহ অস্তিত্বের যন্ত্রণা। আধুনিক বিতৃষ্ণ কর্কশ সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন কবি। বোদলেয়ারের কলম অনায়াসে প্রাচীন মিথকে সাহিত্যের প্রসন্ন মূর্তিরূপ দিয়েছিলো। কবি বুদ্ধদেব বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদে ইউরোপীয় মিথের সার্বজনীনতাকে ভারতবর্ষের উর্বর মাটিতে পুঁতে দিয়েছেন। এদেশের জল হাওয়া, আলো বাতাসে লালিত - বর্ধিত ও লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে কবিতাভুবনের বহু মূল্যবান মিথ। মিথের তাৎপর্যে কবিতা নানা অর্থ দ্যোতনা লাভ করেছে। প্রযত্ন পরিচর্যায় বুদ্ধদেবের অনূদিত বাংলা কবিতার মিথ ভারতীয় পুরাণের অনুষঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে। সমকালের বাঙালি কবিদের পাণ্ডিত্যের তীক্ষ্ণতা ইউরোপীয় কোন কোন বিজ্ঞতমের থেকে ন্যূন্য ছিল না। কবিত্বশক্তিতেও তাঁরা প্রথিতযশা ইউরোপীয় কবিদের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন। কিংবদন্তি, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, লোককথা - রূপকথা - অলৌকিকতার মোড়ক ও কল্পনাশ্রিত প্রতীকে বুদ্ধদেবের অনূদিত কবিতা বাঙালি মানসের নিকটবর্তী হয়েছে। মিথের সুবৃহৎ পরিসরে তিনি শুধু বিশল্যকরণীই আনয়ন করেননি, অনূদিত বাংলা কবিতায় গোটা বনবিতানের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বুদ্ধদেব। নরক ও মৃত্যু সংলগ্ন বীভৎসতাও ভারতীয় পুরাণের প্রচ্ছায়ায় প্রলম্বিত। এক শিল্পী ও শিল্পের অঙ্কুরিত বীজকে টবের পরিখা ভেঙে আভূমি প্রসারিত বাংলাদেশের শস্যভূমিতে পুঁতে দিয়েছেন তিনি।

বোদলেয়ারের ‘Les Fleurs Du Mal’ (1857) কাব্যের কবিতাগুলিকে আপাত পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে হলেও একটা অন্তর্বয়নের বন্ধনে প্রতিটি কবিতা আন্তর্জালিক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। কবি কাব্যগ্রন্থটিকে ‘Spleen et Id´eal’ (বিতৃষ্ণা ও আদর্শ), ‘Tableaux Parisiens’ (প্যারিস চিত্র), ‘Le vin’ (মদ), ‘Fleurs du Mal’ (ক্লেদজ কুসুম), R´evolte’ (বিদ্রোহ), La Mort (মৃত্যু), Poemes ajout´es (আরো কবিতা) প্রভৃতি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। কবির কলমে আধুনিক সমাজ বহুমাত্রিক মিথ। এলিয়টের ‘The Waste Land’ -কাব্যের কবিতাগুলি বন্ধ্যাত্ব, উর্বরতা, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মিথিক নির্মাণ। আর বোদলেয়ারের কবিতাবিশ্ব আধুনিক নগর সভ্যতার কুৎসিত পঙ্কিল নরক। এর মধ্যেই কবি সুন্দরের অন্বেষণ করেছেন। কুৎসিত পাপের পঙ্কিলতা থেকে সমস্ত রস - কষ নিংড়ে নিংড়ে কবি নির্মাণ করেছেন কবিতার সৌন্দর্য। কাব্যের প্রায় কবিতাতেই রয়েছে মিথিক বয়নশিল্প। তবে তা হাড় জিরজিরে অন্ত্যজ তাঁতির হাতে বোনা, ছেঁড়া চট, ধুলো মিশ্রিত তুলোর উপাদান। তবুও তার আশ্চর্য লাবণ্য - ভিন্ন বেনারসী। আশ্চর্যের লগ্নে অন্যমনা।

সিসিফাস (Sisyphus) - গ্রীক পুরাণে দেবতাদের দ্বারা অভিশপ্ত চরিত্র। যিনি একটি পাথরকে গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যান। সেখান থেকে পাথরটি আপনা আপনি আবার গড়িয়ে পড়ে। অনন্তকাল তাঁকে এই কাজ করে যেতে হয়। এর থেকে ভয়ঙ্কর শাস্তি আর তেমন কিছু হয় না। বোদলেয়ার তাঁর ‘Le Guignon’ (‘Bad Luck’ - ‘দুরদৃষ্ট’) কবিতায় সিসিফাসের উল্লেখ করেছেন -

“Sisyphus, il faudrait ton courage!
…L’ Art est long et Temps est Court.”[৮]

Walter Martin - এর ইংরেজি পদ্যানুবাদ এরকম -

"As Time is not as long as Art
… … …
A stubborn, Sisyphean heart."[৯]

সিসিফাস হেরে গেলেন। তার কাজ শ্রমসাধ্য কিন্তু নিরর্থক। একথা বোঝাতে 'সিসিফিয়ান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। একথা কবি বুদ্ধদেব অনুবাদ করলেন -

"সিসিফাস, তোর সাহসের সর্বস্ব
হার মানে এই বিরাট বোঝার কাছে।
...শিল্প বিশাল, আয়ু অতিশয় হ্রস্ব।"[১০]

গ্রীক দেবতা জিউসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে দেবতারা তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিলেন। তাঁর নগ্ন মৃতদেহ অবহেলায় ফেলে দেওয়া হয়। যথাযথভাবে তাঁর শেষকৃত্য করানো হয়নি। Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন -

> "Sisyphus died of weakness and old age, for which there is no cure, and in the Underworld he suffers punishment for spying on Zeus, or for impiety."[১১]

হ্যাঁ - একথা ঠিক, সিসিফাসের কাজ কোন কাজ হয়ে উঠল না। তাঁকে ঠেলে দিল গভীর হতাশায়। বোদলেয়ার মানবজীবনের নৈরাশ্য ও অন্তরের আর্তিকে শিল্পরূপ দিলেন। সিসিফাসের জন্য কেউ সমাধিফলক নির্মাণ করেননি। শবযাত্রায় কেউ শোক জ্ঞাপন করেননি। কেউ তাঁকে সম্মান জানাননি। মৃত্যুর পরেও তাঁর শবদেহ গভীর অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে গেল। উপরওয়ালাদের নির্মম ক্রোধ থেকে তিনি মুক্তি পেলেন না ইহজীবনে। গ্রীক পুরাণের এই কাহিনী সাংকেতিত হয়েছে বোদলেয়ারের কবিতায়। কবিতায় সৃষ্ট সিসিফিয়ানের প্রতীকের মূল্য অসাধারণ। ধূর্ততার শাস্তি কি এমন হতে পারে? না - প্রাচীন গ্রীকের ধূর্ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এমনই প্রতিহিংসা পরায়ণ ছিল? একটি প্রতীক সংকেতে কবি চিন্তাশীল পাঠক সমাজের কাছে এমন প্রশ্ন রেখে গেলেন। সমগ্র কবিতাটি একটি শব্দস্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রইল - তিনি সিসিফাস। মানবিকতার অবমূল্যায়ন ও অযৌক্তিক বিচার ব্যবস্থার প্রতীক তিনি। কবির কলম তীক্ষ্ণ শরের মত বিদ্ধ করল গ্রীকপুরাণের শ্রদ্ধেয় দেবসমাজকেও। বোদলেয়ারের কবিতায় সিসিফাস হয়ে উঠলেন সৃজনশীল ধ্রুবপদ।

ফীবাস (Phoebus Apollo) - গ্রীক ও রোমক পুরাণের দেবতা। অ্যাপোলোকে ফীবাস অ্যাপোলো বলেই ডাকা হত। ফোয়েবাস (Phoibos) - অর্থাৎ উজ্জ্বল। গ্রীক পুরাণে জিউস ও লেটোর দুই যমজ সন্তান ছিলেন যথাক্রমে পুত্র অ্যাপোলো ও কন্যা আর্টেমিস। অ্যাপোলো বহুমুখী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি সূর্যদেবতা - 'God of Light'. তিনি সঙ্গীত, কাব্য ও শিল্পের দেবতা। C. Scott Littleton সম্পাদিত 'Mythology' - গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> "The twin brother of Artemis, Apollo was the God of light, and of the sun itself, but he was also the patron of music, poetry and all the fine arts, and of healing and prophesy. Although he was a figure of great beauty, and therefore a favoured subject of artists and sculptors, he was often unhappy in love."[১২]

অ্যাপোলো ছিলেন জ্ঞানী। তিনি ভবিষ্যৎ জানার অধিকারী ছিলেন। বোদলেয়ার গ্রীক পুরাণের ফীবাসকে তাঁর 'La Muse Malade' ('The Sick Muse' - Walter Martin, 'রুগ্ন কবিতা' - বুদ্ধদেব বসু) - কবিতায় নিয়ে এসে নতুন কাব্যবোধের পরিচয় রাখলেন। বোদলেয়ার পাঠককুলকে জানাচ্ছেন, রোম্যান্টিক কাব্যের যুগবসান হয়ে গেছে। নতুন কাব্যবোধের জন্ম হয়েছে। এই কবিতা ব্যাধি জর্জরিত, তার চক্ষু কোটরাগত - মূঢ়, মূক। তার চোখে মুখে আতঙ্কের হিমেল হাওয়া। দানবের

বিবিক্ত লালসা - নতুন কবিতা শরীরে। এমনই আধুনিক কবিতা। কবি ফিরে যান অতীতের ধূসর গ্রীক পুরাণের জগতে। কবির অন্তর স্পর্শ করে দূর অতীতের সঙ্গীত মূর্ছনা। স্মৃতি কাতর কবি ফীবাসকে স্মরণ করেন। তেমনি কবিতায় ফিরে ফিরে আসে গ্রীক পুরাণের আরেক দেবতা প্যান (Pan)।

প্যান (Pan)- গ্রীক পুরাণে সুখী দেবতা। তাঁর জন্মভূমি গ্রাম্য আর্কাডিয়ায়। তিনি ক্ষেতের দেবতা, শস্যের দেবতা, প্রকৃতির দেবতা এবং পাহাড় সংলগ্ন অরণ্যের দেবতা। তিনি যৌনতা, উর্বরতা ও বসন্ত ঋতুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই দেবতা প্রতীক চিহ্নিত, তা হল বাঁশি - এই বাঁশি ফাঁপা নল দিয়ে তৈরি, যাকে 'প্যান বাঁশি' বলা হয়। Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন -

> "Pan lives the same kind of life as the herdsmen whom he protects. He rises before dawn and loves pastures and forests. … he also protects wild animals and keeps bees. Pan loves music and dancing and plays … Pan knows the art of prophecy."[১৩]

শিল্প সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বক্তা ছিলেন প্যান। বোদলেয়ার লিখলেন -

> "Phoebus, et le grand Pan, Le seigneur des moissons."[১৪]

ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটি ইংরেজিতে কাব্যানুবাদ করলেন 'The Sick Muse' - শিরোনামে। লিখলেন -

> "As when the Lord of Song, the God of Grain
> Shared long ago a strong and fruitful reign."[১৫]

কবি বুদ্ধদেব তাঁর 'রুগ্ন কবিতা' -য় লিখলেন -

> "ফীবাস, গানের পিতা, আর প্যান, শস্যের সম্রাট।"[১৬]

আধুনিক কবিতার শূন্য চোখের শূন্য দৃষ্টি, অপ্রকৃতিস্থ রূপ ও শীতল আতঙ্কের জলছবি এঁকেছেন বোদলেয়ার। রোম্যান্টিক ও আধুনিক - এই দুই বিসংগত দ্বন্দ্ব মুখরতাকে সৃষ্টিশীল মিথের সাংকেতিকতায় কাব্যরূপ দিয়েছেন কবি। গ্রীক ও রোমক যুগের মিথকে অবলম্বন করে বিচ্ছিন্ন বেদনা ও বাস্তবতাকে বিশেষভাবে সময়লগ্ন করলেন বোদলেয়ার।

ক্যারন (Charon) - গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত নদী পারাপারের মাঝি দেবতা। এক অর্থে তিনি মৃতদের ফেরিওয়ালা। তিনি মৃতদের আত্মাকে অ্যাকেরণ ও স্টাইক্স নদী পেরিয়ে পাতালে নিয়ে যান। অন্ধকারের দেবতা এরেবাস (Erebus) এবং রাতের দেবী নাইক্স (Nyx) এর সন্তান তিনি। ক্যারন কুৎসিত কদর্য বৃদ্ধের মতো। তিনি নাক আঁকড়ে ধরে থাকেন এবং ছেঁড়া ফাটা জীর্ণ পোষাক পরেন। তাঁর জ্বলন্ত চোখ এবং কঙ্কাল সদৃশ মুখের কারণে তাঁকে রাক্ষসের মত মনে হয়।

প্রাচীন গ্রীসে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কালে মৃত ব্যক্তির মুখের মধ্যে অথবা শ্মশানের পাশে কম মূল্যের মুদ্রা রাখা হত। এটি ক্যারনের ওবেল (Charon's Obols) নামে পরিচিত। মুদ্রাগুলি আত্মার যাত্রাকালীন ভ্রমণ পথের সহায়ক হিসাবে কাজ করে। যে সমস্ত মৃত ব্যক্তি বা তার স্বজনেরা পারিশ্রমিক দিতে পারতেন না, অথবা যাদের কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হত না, তাদের নদী পারাপারের অনুমতি নিতে হত। তার জন্য তাদের একশ বছর নদীতীরে ঘুরে বেড়াতে হত। অবশ্য ক্যারন পাতালের মধ্যে থেকেও মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন। গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত আছে মৃতদেহকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যারন নদীতে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করতেন - "Charon waited with his boat."[১৭]

বোদলেয়ার বিবেকবর্জিত লম্পট কিংবদন্তি ডন জুয়ানকে নরকে নিয়ে গেছেন তাঁর 'Don Juan aux Enfers' - কবিতায়। পাতাল অভিমুখী সেই নরক। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটি ইংরেজি পদ্যানুবাদ করেছেন 'Don Juan in the Underworld' - শিরোনামে। সমগ্র কবিতাটি গ্রীক পুরাণে বর্ণিত নরকের পটভূমিতে গড়ে ওঠা কবিভাষ্য। ডন জুয়ান স্প্যানিশ ও ইতালীয় লিজেণ্ড। কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতায় বর্ণিত নরক গ্রীক পুরাণ থেকে গৃহীত। ভারতীয় হিন্দু পুরাণের 'রৌরব' বা 'বৈতরণী'র সঙ্গে এর সামান্য সাদৃশ্য মাত্র রয়েছে। দুষ্ট ডন জুয়ান বিভিন্ন বয়সের রমণীদের প্রলুব্ধ করতেন।

বাধা পেলে অপ্রাপ্তি জনিত কারণে কন্যার পিতাকেও হত্যা করতে পিছপা হতেন না। এরকমই কোন কন্যার মৃত সেনাপতি - পিতা আমন্ত্রণ রক্ষার আছিলায় ডন জুয়ানকে জোর পূর্বক টেনে - হিঁজড়ে পাতাল প্রদেশের নরকে নিয়ে যায়। সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন ক্যারন। ওয়াল্টার মার্টিন তাঁর ইংরেজিতে অনূদিত কবিতায় লিখলেন -

> "When Juan went down below and paid the fee...
> To Charon for his passage from the shore."[১৮]

বুদ্ধদেব তাঁর 'নরকে ডন জুয়ান' ('Don Juan aux Enfers') কবিতায় চরণ দুটির অনুবাদ করলেন -

> "যেদিন ডন জুয়ান, কারনেরে কড়ি গুনে দিতে
> নেমে এলো পাতালসলিলে।"[১৯]

নৌকা পারাপারের মুদ্রা, পারানির 'কড়ি' প্রভৃতি প্রাচীন মানব সমাজে মৃত্যু-সংকেতকে দেশ কালের ব্যবধান, সংস্কারগত পার্থক্য সত্ত্বেও একটা সার্বজনীন রূপের সন্ধান দিয়েছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, আত্মা সম্পর্কে মানব মনের ধারণায়ও কোন না কোন মিল রয়েছে। প্রাচীন গ্রীক জাতি কিংবা ভারতীয় জাতি কেউ কাউকে বলে কয়ে কিছু করেননি। ব্যাস-বাল্মীকি কিংবা হোমার প্রভৃতি কবিরাও নিজেদের মধ্যে বলা-কওয়া করে কিছু লেখেননি, তাঁদের রচনায় স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিচয় থাকলেও মানব মনের একটা ঐক্য বিদ্যমান থেকে গেছে। ক্যারনের নদী পারাপার সম্পর্কে 'মিথোলজি' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> "The only way to cross the stream was by ferry. The ferryman Charon, a dishevelled figure, arbitrarily selected those spirits he would carry across and those who had to wait. The fare was an obol a small coin."[২০]

কবিতায় বোদলেয়ার এছাড়া যে সমস্ত মিথিক চরিত্রগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি যথাক্রমে- আন্তিস্থিনীস (Antisthenes), সাগানারেল্লে (Saganarelle), ডন লুইস (Don Luis), এলভিরা (Elvira) প্রভৃতি।

মিথ এবং সাহিত্য পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত। মিথ বহুলাংশে সাহিত্য শিল্পের ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণ করে। কবি শিল্পীরা মিথ অবলম্বনে কবিতার বিনির্মাণ ঘটান। মিথ চরিত্র এবং প্লটের মধ্য দিয়ে কবিতাকে ব্যঞ্জিত করে। কবি বোদলেয়ার তাঁর 'La Muse Malade', 'Don Juan Aux Enfers' প্রভৃতি আলোচিত কবিতায় গ্রীক মিথের মধ্য দিয়ে ইতিহাস ও কিংবদন্তির পুনর্নির্মাণ করেছেন।

।। তিন।।

মিথ - কাহিনীকে প্রতীক এবং মোটিফের মধ্য দিয়ে কবিতায় ব্যবহার করে বোদলেয়ার ধীমান পাঠকের কাছে স্বচ্ছন্দে উপস্থাপিত করেন। ঐতিহ্যের সংরক্ষণ কবিতার বড় দিক। বড় মানব সভ্যতার অলিখিত কিংবদন্তিকে অবলম্বন করে কবি বোদলেয়ার লিখেছেন আধুনিক কাব্যের শতকিয়া। ফিঙ্কসের মিথ কবিতায় ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি ক্লেদাক্ত সভ্যতার অবক্ষয়ী রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি তাঁর 'La Beaute', 'Avec ses vetements Ondoyants Et Nacres', 'Les chats', 'Spleen' - প্রভৃতি কবিতায় ফিঙ্কস মিথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন।

ফিঙ্কস (Sphinx) - গ্রীক পুরাণ অনুসারে ফিঙ্কস নির্দয়, বিশ্বাসঘাতক একটি প্রাণী। যার মাথা একজন নারীর, দেহ সিংহের এবং ডানা ঈগলের। কোন ব্যক্তি যে বা যারা ফিঙ্কসের মুখোমুখি হতেন, তিনি তাদের একটি ধাঁধার উত্তর দিতে বলতেন। যারা ধাঁধাটি সমাধান করতে পারতেন না, তিনি তাদের হত্যা করে খেয়ে ফেলতেন। গ্রীক পুরাণে ফিঙ্কস ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যের অনন্য রাক্ষসী। মিশরীয় পুরাণে অবশ্য ফিঙ্কসকে পুরুষ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। মিশরীয়দের কাহিনীতে ফিঙ্কসের পাখিদের মত ডানা নেই। এমন বিসদৃশ শারীরিক গঠনের মধ্যে পুরুষ্টু যুবতীর মত ফিঙ্কসের স্থূল স্তনের চিত্রমূর্তি পাওয়া যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বোদলেয়ার তাঁর 'Les Fleurs Du Mal' কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায় ফিঙ্কসের উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে 'La Beaute' (Beauty, সৌন্দর্য), Avec ses Vetements ondoyants et nacr´es (In glistening shot - silk, স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে), Les Chats (Cats - বিড়ালেরা), Spleen (J'ai plus de souvenirs Que si j'avais mille ans' Black Bile - বিতৃষ্ণা) প্রভৃতি কবিতা। কবিতায় ফিঙ্কসের মত একটি ভয়ঙ্কর বা নিষিদ্ধ মিথের একাধিকবার উল্লেখে কবির কাব্য মনস্তত্ত্বের প্রকৃতি অনেকখানি অনুধাবন করা যায়। এমন মিথ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বোদলেয়ার তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৯০ এর দশকের অবক্ষয়ী ধারণার সঙ্গে যুক্ত ইউরোপীয় আন্দোলনের ভূমিকা যেন আগে থেকেই লিখে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর কবিতাগুলিতে ফিঙ্কস মিথের উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন। ফিঙ্কসের মোটিফ ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতীক। এরকম একটি বিচিত্র হিংস্র প্রাণী মনন বিযুক্ত কদাকার পুরুষদের প্রলুব্ধ করে। ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পে ফিঙ্কসের নানা চিত্র পাওয়া যায়। সংস্কৃতির অবক্ষয় ও সামাজিক বিকৃতিকে কবিতার মোটিফ রূপে ব্যবহার করে কবি রোম্যান্টিক কবিদের সৌন্দর্য চেতনাকে শেকড়শুদ্ধ উৎপাটিত করলেন।

সকল বড় কবিই কবিতার সৌন্দর্য নির্মাণে রত থাকেন। বোদলেয়ারও তাঁর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু কবির সৌন্দর্য অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার। প্রাচীন পৌরাণিক নরমাংস ভক্ষণকারী জীব ফিঙ্কসের স্থূল স্তন যা যৌনতা উদ্রেক করে, যা বিকৃত, যা হত্যার মত পাপ থেকে উৎসারিত, তা থেকেই কবি সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস নিলেন। মিশরীয় মিথে ফিঙ্কসের কাজ ছিল অশুভ শক্তিকে দমন করা।

গ্রীক ও মিশর উভয়দেশেই মন্দিরের প্রবেশ পথে ফিঙ্কস মূর্তির স্থাপত্য নির্মাণ করা হত। এছাড়া দেওয়াল গাত্রেও ফিঙ্কসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত হত। প্রেম ও যৌনতার বিকৃত পথ, যা সর্বনাশের নির্দেশ্য অশনি সংকেত বহন করে তা থেকেই কবি নির্মাণ করেন কবিতা - সৌন্দর্যের হর্ম্য নিকেতন। প্রাচীন গ্রীক মিথ রাক্ষসীরূপী ফিঙ্কস মূর্তির সঙ্গে বর্তমানের অবক্ষয়ী নগর সভ্যতার দূরতর সংযোগ ঘটিয়েছেন কবি। মিথের বহমান তাৎপর্যকে বর্তমানের আধুনিক যুগমানসের সঙ্গে মেলবন্ধনের পাশাপাশি চিরন্তন সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন কবি। কিন্তু এ সৌন্দর্য রোম্যান্টিক শীলিত সৃষ্টির বিপরীতে। ঐতিহ্য - অনুশাসন ও আধুনিক সৃষ্টির মধ্যে যে আপাত দৃষ্টিগত বিরোধাভাস রয়েছে, কবি তাকে মিলিয়েছেন তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদর্শী কাব্যধর্মী মেজাজে। সৃষ্টি হয়েছে কবিতার অভিনব সৌন্দর্য। বোদলেয়ার তাঁর 'La Beaute' কবিতায় লিখলেন -

"Je suis belle, O mortels! Comme un reve de pierre,
Je trone dans l'azur comme un sphinx incompris."[২১]

ওয়াল্টার মার্টিনের ইংরেজি পদ্যানুবাদে (Beauty) -

"I have the cold and hard perfection of
A dream. My breast, where mortal men expire,
… … …
Dispassionate? aloof and motionless,
A solemn sphinx, preeminent in space."[২২]

কবি বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে -

"মরগণ, আমি যে সুন্দর! যেন পাষাণে স্বপ্নিত,
এই স্তন, সকলেরই ঘুরে - ঘুরে সর্বনাশ যাতে
তা পারে কবির চিত্তে সে-প্রেমের সংক্রাম জোগাতে
দুর্বোধ স্ফিঙ্কসের মতো,..."[২৩]

কবির কবিতায় সুন্দর হল স্বপ্নের পাষাণ। রমণীর স্তন কবির হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে, সর্বনাশের আগুনে পুড়িয়ে দেয়। কবির চিরন্তন প্রেরণাশক্তি যা, তা হচ্ছে মূক নির্জীব জড় পদার্থের মত। আকাশের সুউচ্চ নীলে আসীন, দুর্বোধ ফিঙ্কসের

মত। কবিতার সৌন্দর্য নিয়ে কবি কোন কূট তর্ক করেন না। কিন্তু পাষাণগাত্রেই ফুটে উঠে কবির কবিতার সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের এমন বৈপরীত্যবোধক মেধাবী অন্বেষণের স্রষ্টা হচ্ছেন বোদলেয়ার।

ঢেউ তুলে যান শ্রীমতী তিনি। হরিণী নয়না সে নারী। চক্ষুদ্বয় মার্জিত সুন্দর। চোখ তার প্রকৃতির সংকেতের মত। গ্রীক মিথের প্রাচীন ফিঙ্কস ও দেবদূতকে একই বন্ধনীতে রেখে পবিত্র করে তুললেন কবি। বোদলেয়ার মূল ফরাসিতে লিখলেন -

"Avec ses vetements ondoyants et nacres

… … …

Ou lange inviole se mele au sphinx antique."[২৪]

ওয়াল্টার মার্টিন ইংরেজিতে কবিতাটি কাব্যানুবাদ করলেন 'In glistening shot silk' শিরোনামে। লিখলেন -

"In glistening shot silk sheseems to wind,
United with a sphinx on some dead star."[২৫]

বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ করলেন ('স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে…') -

"স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে চলে শ্রীমতী -
রূপক-রঙ্গ খেলা করে অদ্ভুত,
মিল খুঁজে পায় স্ফিঙ্কস আর দেবদূত।"[২৬]

সোনা হিরে - এগুলি তো ব্যর্থ নক্ষত্রের মত চিরকাল জ্বলতে থাকে। নিস্তাপ বন্ধ্যা নারীর হিম নিষিক্ত উদাসীনতাকে ফিঙ্কস মিথের মধ্য দিয়ে প্রেম-অপ্রেম, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সুতোয় গেঁথে আধুনিক কবিতার নন্দনকাননে প্রবেশের পথ উন্মোচিত করে তুললেন কবি বোদলেয়ার।

বোদলেয়ার বিড়ালকে কেন্দ্র করে তিনটি কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে 'Les Chats' (বিড়ালেরা) শিরোনামের কবিতাটিতে গ্রীক মিথ ফিঙ্কসের উল্লেখ এসেছে। কবির কবিতায় বিড়াল শীর্ণ কঠিন পণ্ডিত ও উগ্র প্রেমিক। শীত-শীতলতা ও একাকিত্ব বোধের বিশিষ্টতার কারণে প্রাণীজগতে বিড়াল অনন্য। বোদলেয়ার বিড়ালের অন্ধকার প্রীতির জন্য তাকে নরকের আবহ - সংলগ্নতায় কবিতার চালচিত্রের সঙ্গে মানানসই করেছেন। গ্রীক পুরাণের ফিঙ্কস এবং এরেবাস (Erebus) - এর মধ্য দিয়ে অন্ধকার ও বিষণ্ণতার রূপকে স্পষ্ট করেছেন। আধুনিক সময় গ্রীক পুরাণের নরক বা আন্ডারওয়ার্ল্ডের মত। ওয়াল্টার মার্টিন 'Les Chats' - কবিতার ইংরেজি পদ্যানুবাদ করলেন 'Cats' শিরোনামে। লিখলেন-

"Bemused, their attitudes evoke the style
Of sphinxes lost in thought beside the Nile,
Absorbed into a dream that never ends."[২৭]

ফিঙ্কসের সঙ্গে তুলনায় কবিতায় অন্ধকার জগত প্রসারিত হল নির্লিপ্তভাবে। বুদ্ধদেব অনুবাদ করলেন -

"স্ফিঙ্কসের মতো নির্জনতার অঙ্কে লীন,
আলসে এলিয়ে স্বপ্ন দ্যাখে সে অন্তহীন
ভাবের আবেশে মগ্ন মহান ভঙ্গিমায়।"[২৮]

কবিতায় উঠে এসেছে স্তব্ধ ভীষণ অন্ধকার। এই অন্ধকার বৈনাশিক সমসময়ের প্রত্যয়। বিড়াল হয়ে উঠল সেই অন্ধকারের প্রতীকরূপ। বিড়াল অন্ধকার এবং মৃত্যুর প্রতীক। অন্ধকার জগতের সঙ্গেই তার ঘোরাফেরা। 'Dictionary of Symbols' - গ্রন্থে Jean Chevalier এবং Alain Gheerbrant বিড়াল সম্পর্কে লিখেছেন -

> "Many traditions hold black cats to be symbols of darkness and of death. Cats are sometimes viewed as servants of the Underworld"[২৯]

বোদলেয়ার কবিতায় বিড়ালের অন্ধকার প্রিয়তাকে চিহ্নিত করতে পুরাতনী গ্রীক মিথ এরেবাস এবং ফিঙ্কসের পর্যায়ক্রমিক অন্ধকারের মাত্রাবোধকে ঝাঁকুনি দিয়ে কবিতাকে শক্ত ভূমির উপর দাঁড় করালেন।

আধুনিক মানুষ বিষণ্ণ, বিতৃষ্ণ। সংশয় এবং উদ্বেগ তাঁর সহযাত্রিক। বিতৃষ্ণা আধুনিক সচেতন মানুষের কোষে কোষে কুটিল জীবাণুর মত বংশবৃদ্ধি করেছে পরম নির্ভয়ে। শিলাখণ্ডে ভাস্কর মূর্তির অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজিত সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী ফিঙ্কস, নামহীন ত্রাস। সৎকারহীন মৃতদেহে কৃমিরা বাসা বাঁধে। কৃমিকীটেরা পচনশীল মৃতদেহকে খুঁটে খুঁটে খায়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা দিনের বিষণ্ণতা বহন করেছে আধুনিক মানুষ।

বৎসরের পর বৎসর ধরে হিম তুষারাবৃত মন বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। কবিতায় পুরাতনী কালের ফিঙ্কস ঘুরে ফিরে আসে স্বমহিমায়। বোদলেয়ার তাঁর 'Spleen' ('J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans') - কবিতায় জানালেন হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা, যা কবিকে উপহার দিয়েছে বিষণ্ণ স্মৃতি। যা পুরাতনী ফিঙ্কসের মত নির্মম। কবিতায় কবি অন্তহীন বিতৃষ্ণাকে চারিত করলেন আধুনিক সচেতন মানুষের কোষে কোষে। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির অনুবাদ করেছেন 'Black Bile' শিরোনামে। লিখেছেন -

"Millenium of memories, All mine …
… … …
A timeless, sleeping sphinx engulfed in sand,
Ignored by everyman, in no man's land."[৩০]

জনশূন্য অনাবাদী ভূমি। বিবর্ণ ও উপেক্ষিত। সে পতিত ভূমি মানচিত্রে স্থানাঙ্ক চিহ্নিত নয়। বেওয়ারিশ, অনধিকৃত এই পোড়ো জমি। কবি বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির অনুবাদ করলেন 'বিতৃষ্ণা' (Spleen) শিরোনামে। লিখলেন -

"হাজার বছর যেন বেঁচে আছি, এত স্মৃতি জমেছে আমার।
... তোর স্বরূপ নিশ্চিত
শুধু এক শিলাখণ্ড, নামহীন ত্রাসে পরিবৃত,
পুরাতন স্ফিঙ্কস এক, সাহারার অস্পষ্ট অকূলে
তন্দ্রায় বিলীন, তাকে উদাসীন বিশ্ব রয় ভুলে,
মানচিত্রে নাম নেই।"[৩১]

এখানে বিচ্ছিন্নতা ও বিযুক্তির কিম্ভূতকিমাকার রূপ কবি বোদলেয়ার আধুনিক পাঠককে উপহার দিলেন। এমন বিশুষ্ক বালুকাভূমির উপরেই সৃষ্টির সৌন্দর্য স্তম্ভ গড়ে তুললেন কবি। গ্রীক পুরাণের পুরাতনী ফিঙ্কস, রৌদ্রদগ্ধ জনমানব শূন্য সাহারা বোদলেয়ারের কবিতার নব পাঠমালা হয়ে উঠল। আধুনিক কালের বোধবুদ্ধিহীন মানুষকে তীক্ষ্ণ ধাঁধায় জর্জরিত করে নারকীয় কুৎসিত রাক্ষসী ফিঙ্কস ভক্ষণ করেন। গ্রীক পুরাণে ফিঙ্কস (Sphinx) সম্পর্কে বলা হয়েছে -

> "The Sphinx, which had the head of a woman and the body of a Loin, preyed viciously on the inhabitants of Thebes, similarly the Nemean Lion was reputed to harass and attack the hapless people of the town of Nemea."[৩২]

ফিঙ্কসের নবনির্মাণ ঘটল বোদলেয়ারের 'Les Fleurs Du Mal' কাব্যের অনেক কবিতায়। অবক্ষয়িত শহুরে সভ্যতার ব্যাধি জর্জর রূপ কবি সন্ধান করেছেন বহু পুরাতনী মানব কল্পনার অবিস্মরণীয় মিথের মধ্যে। এমন মিথের প্রয়োগ কবির কলমে যুগচৈতন্যকে প্রকাশ করেছে। বিপুল সাহসিকতায় কবি আধুনিক কাব্যের মুক্তিদূত হয়ে উঠলেন এবং তা তাঁর নিজের কবিতাকে বাহন করে।

।। চার।।

কবি বোদলেয়ার। সময়, রঙ, আকাশ-নক্ষত্র-নদী এবং অন্ধকারকে আপন অনুভূতির পেলবতায় গ্রীক মিথের সৌকার্যে কবিতায় অনন্য করে তুলেছেন। অন্ধকারের রূপকে তুলে এনেছেন বিড়ালের অন্ধকার প্রিয়তার সঙ্গে। অবশ্যই গ্রীক মিথ এরেবাস অন্ধকার চেতনার দ্যোতনা জাগায়। এভাবেই 'Les Chats', 'Les Bijoux', 'R´eversibilite' প্রভৃতি কবিতায় গ্রীসীয় মিথিক চরিত্রগুলিকে প্রতীক সংকেতের দ্যোতনায় সৃষ্টিশীল করেছেন।

এরেবাস বা এরেবস (Erebus) - গ্রীক পুরাণে এরেবাস হল অন্ধকারের রূপ। এরেবাসের অর্থ অন্ধকার, আদিম অন্ধকার বা বিষণ্ণতা। এরেবাস পাতালপুরীরও অর্থ নির্দেশক - আন্ডারওয়ার্ল্ডের অন্ধকার, অন্ধকারের বলয় - ঘনীভূত অন্ধকার। C. Scott Littleton - সম্পাদিত 'Mythology' গ্রন্থে বলা হয়েছে - "Erebus, the gloom of Tartarus"[৩৩] - নরকের বিষণ্ণতা। মৃত্যুপুরী বা নরকের অধিবাসী হেডিস (Hades) হলেন পাতালের রাজা, মৃতদের দেবতা। গ্রীকরা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে চলতেন, তাঁকে নিয়ে চিন্তা করতেন না। পক্ষান্তরে এরেবাস পাতালের গভীর অতল গহ্বর। দুষ্টদের জন্য যন্ত্রণা ও যন্ত্রণার অন্ধকূপ বা অন্ধকার কারাকক্ষ, Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন - "Erebus is the darkness below the depths of Hades."[৩৪]

বোদলেয়ার তাঁর 'Les Chats' - কবিতায় অন্ধকারের দ্যোতনা বোঝাতে বিড়াল প্রতীকটিকে গ্রহণ করেছেন। অন্ধকারের জমজমাট রূপ ফুটিয়ে তুলতে কবি গ্রীক পুরাণের 'এরেবাস' (Erebus) - এর অনুষঙ্গে কবিতাটিকে শিল্পমূল্যে উত্তীর্ণ করেছেন। কবি লিখেছেন -

> "L' Ere'be les eut pris pour ses coursiers fune`bres,
> S'ils pouvaient au servage incliner leur fiert´e."[৩৫]

নির্জন অন্ধকারের বাসিন্দা এই বিড়াল প্রাণীটির অন্ধকার প্রিয়তাকে ছাপিয়ে যেতে পারে গ্রীক পুরাণের অন্ধকারের প্রতিকৃতি দেবতা এরেবাস। বুদ্ধদেব বসু 'Les Chats' - কবিতাটির অনুবাদ করেছেন 'বিড়ালেরা' শিরোনামে। লিখেছেন-

> "খোঁজে সে বিজন, স্তব্ধ ভীষণ অন্ধকার;
> শবযাত্রায় অশ্ব হ'তো সে চমৎকার
> এরেবস তার গর্ব ভাঙতে পারতো যদি!"[৩৬]

প্রাচীন মানুষের স্বপ্ন-কল্পনার সারাৎসার, জীবন-মৃত্যুর বোধলোকের বিপর্যাস ঘটিয়ে মিথের মধ্য দিয়ে চমৎকার কাব্য সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন কবি। বর্তমান মানুষের বিষণ্ণতা, নির্জনতা ও অন্ধকারের প্রতীকী রূপ হয়ে রইল 'বিড়াল' কবিতাটি। ছোট এই কবিতাটি কবির কাব্যোৎকর্ষের শিখর স্পর্শ করল।

আন্তিওপি (Antiope) - গ্রীক পুরাণে অ্যান্টিওপি ছিলেন নদীদেবতা অ্যাসোপাস (Asopus) - এর কন্যা। তিনি অ্যাম্ফিয়ন (Amphion) এবং জেথাসের (Zethus) - এর মাতা। আন্তিওপির সৌন্দর্য জিউসকে (Zeus) আকৃষ্ট করে। জিউস স্যাটারের রূপ ধারণ করে তাকে ধর্ষণ করেন। এটিই গ্রীক পুরাণের একমাত্র কাহিনী যেখানে জিউস একজন স্যাটারে পরিণত হয়েছেন। পরিশেষে আন্তিওপি হয়ে উঠলেন জিউসের প্রেমিকা। Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন –

> "Antiope, daughter of Nycteus, regent of Thebes, or, according to some, of the River Asopus, was very beautiful and Zeus made her his love."[৩৭]

অলংকার কবির প্রেয়সীকে দ্যুতিময় করে তোলে। স্বর্গ থেকে নেমে আসেন রূপসী আন্তিওপি। নিতম্বে তাঁর সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলে। স্বর্গের বিদ্যাধরীর মতো মনোরম স্নিগ্ধতা তাঁর শরীরের কোনাচে কোনাচে ঢেউ তোলে। কিন্তু মুহূর্তে বোদলেয়ারীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের সাধারণ নিয়মে স্বর্গীয় লাবণ্যের দীপ্তি মুমূর্ষ প্রদীপের শিখার মত ধীরে ধীরে নিভে যায়। জেগে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থাকে ঘন অন্ধকার। পবিত্র পুণ্যতোয়া গঙ্গা যেমন দূষণে দূষণে পঙ্কিল হয়ে ওঠে, তেমনি আন্তিওপির সৌন্দর্যও মলিন হতে থাকে। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির পদ্যানুবাদ করলেন 'Jewels' শিরোনামে। লিখলেন -

"Enchanting as a goddess, or a sphinx,
Though slender as a boy, Painted lips,
… … …
Slowly the lamp gave up, resigned to die."[৩৮]

কবি সৌন্দর্যচক্রের এই কবিতাটিতেও রোম্যান্টিক সৌন্দর্যের স্থলে প্রেমের নৈরাশ্য, হতাশা এবং প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়ার উদ্ভাসকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। গ্রীসীয় মিথকে ভেঙে চুরে নতুন আঙ্গিকে তাঁর কবিতাশিল্পে প্রতিস্থাপিত করলেন কবি। কবি বুদ্ধদেব কবিতাটির অনুবাদ করেছেন 'অলংকার' ('Les Bijoux') শিরোনামে -

"নিতম্বে সে আন্তিওপি, ক্ষীণ স্কন্ধে তরুণ বালক,
মিশে যায় বিপরীত; আর তার রোমহর্ষ ত্বক
বাদামি, মসৃণ, স্নিগ্ধ - মনে হয় স্বর্গের সম্ভার।
নিবে গেলো মুমূর্ষ বাতির শিখা।"[৩৯]

আধুনিক মানুষ বিষণ্ণ - কারণ চেতনার উজ্জীবনহীনতা। সামাজিক নৈরাশ্যের অন্ধকার ভর করে আছে সর্বত্রই। বিষণ্ণ আঁধার শুধু নগরে প্রান্তরে। জ্ঞান নেই - তাই কোথাও কোন প্রেম নেই। বাস্তবের অন্ধকারাচ্ছন্ন চোরাগলিতে মুখ থুবড়ে পড়ল রোম্যান্টিক শিল্প সৌন্দর্য।

ডেভিড (David) - বোদলেয়ার তাঁর 'R´eversibilit´e' - কবিতায় ডেভিডের (জন্ম - ৭ নভেম্বর, ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন। ডেভিড সম্রাট হেরক্লিয়াসের পুত্র। ডেভিডের জীবন সুখকর ছিল না। ডেভিড বাইজেনটিয়াম সাম্রাজ্য - এর রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শাসনকাল ছিল সংক্ষিপ্ত। বিদ্রোহজনিত কারণে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁর মাতা মার্টিনার জিহ্বা কেটে নিয়েছিলেন। এবং ডেভিডসহ তাঁর ভ্রাতাদের নাসাচ্ছেদন করে তাদের নির্বাসিত করেছিলেন। অবশ্য পরে বাকি জীবন তাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবেই কাটিয়েছিলেন। ইতিহাস অনুসারে ৬৪১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর মধ্যেই ডেভিডকে সহ-সম্রাটরূপে ঘোষণা করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর। যা ছিল তাঁর শৈশব ও কৈশোর অবস্থা। সম্ভবত ৬৪২ সালে একটি বিদ্রোহের মাধ্যমে তাঁর মাতা এবং তাঁর পরিবার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। ডেভিড নামটি বাইবেলের ডেভিডের সঙ্গে সংযোগ সাধনের প্রচেষ্টা বলে মনে করা হয়। ইতিহাস, কিংবদন্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই কাহিনী গ্রীক ও খ্রীষ্টীয় মিথের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ইতিহাস এবং পুরাণের সংশ্লেষ ঘটেছে এখানে। ডেভিড (David) - এর অর্থ প্রিয়তম। সুন্দর এই নামটি অনেকে পছন্দ করেন। শিশুদের নামকরণও করেন কখনো কখনো। পঞ্চম স্তবকে সম্পূর্ণ আলোচ্য কবিতাটিতে ফরাসি 'Ange' (Angel অর্থাৎ দেবদূত) শব্দটি দিয়ে প্রতিটি স্তবকের প্রথম চরণটি শুরু হয়েছে। শব্দটির অর্থ স্বর্গীয় দূত, পরী কিংবা নিষ্পাপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে 'আনন্দময়ী', 'দয়াময়ী', 'স্বাস্থ্যবতী', 'লাবণ্যময়ী' ও 'কল্যাণী' শব্দ সম্বোধনে স্বর্গীয় দেবীর নিকট কবি যন্ত্রণা রিক্ত মর্মস্পর্শী বেদনা জানাচ্ছেন। শতাব্দী সঞ্চিত ব্যাধি, লজ্জা, কান্না, নির্বেদ, ত্রাস, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার আক্রোশের বীভৎস রূপ কেমন? - কল্যাণী তা অনুসন্ধান করেন না। কবি যখন তাঁর কবিতায় সুনির্বাচিত মিথ প্রয়োগ করেন, তখন বোঝা যায় কবির স্বভাব ও কবি প্রকৃতির যথার্থ অভিমুখটি। কবির মানসস্বাস্থ্য অনুসন্ধানের মৌল ক্ষেত্র কবিতায় কবির ব্যবহৃত নিজস্ব মিথ। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ডেভিড যদি কল্যাণীর কোমল করস্পর্শের পবিত্র অনুভূতির আলতো ছোঁয়া পেতেন, তবে আমাদের নিষ্করুণ শুষ্ক জীবন আনন্দের আলোকে দীপ্ত হতে পারত।

ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির ইংরেজি পদ্যানুবাদ করলেন 'Reversibility' শিরোনামে। লিখলেন -

"Angel of happiness, goodness and light,
King David on his death - bed would have been

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Enchanted to receive you as his Queen."[৪০]

সেই সুদূর অতীতের রাষ্ট্র বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ সময়ে বাইজেনটিয়াম সাম্রাজ্যের শাসকদের শাসনকালে বালক সম্রাট ডেভিডের যন্ত্রণাদায়ক বিষণ্ণ মৃত্যুর ক্ষণকে চিত্রিত করলেন কবি। কবিতায় আবহমান কালের ব্যাধি, বিষণ্ণতা ও নির্বাসিত পাংশুতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন বোদলেয়ার। মৃত্যুমুখী বালক ডেভিড মৃত্যুকালে যদি প্রসন্ন কল্যাণী হস্তের স্পর্শলাভ করতেন, তবে কবি তাঁর হৃদয়ের যন্ত্রণা লাঘব করতে পারতেন। একালেও ফুটো ম্লান হাসপাতালের দেওয়ালে মাথা খুঁড়লেও কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই, অন্তত নিম্নবর্গীয় মানুষের জন্য। এই আমাদের আজকের বাস্তব পৃথিবী। প্রবাসী রোদ্দুর। শহুরে সভ্যতায় ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের জন্য রোদ বড্ড কৃপণ। ভিক্ষেও মেলে না। বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির অনুবাদ করেছেন বৈপরীত্য শিরোনামে। লিখেছেন -

"জ্বর, হিম, ঘাম, নির্বাসনের পাংশুতায়
হুঁচটে কাঁপনে ভ'রে দেয় ম্লান হাসপাতাল,
অক্ষম ঠোঁটে কৃপণ রোদের ভিক্ষা চায়?
... ...
কল্যাণী তুমি, আলোকে পুলকে পুণ্যপ্রাণ !
মরণের ক্ষণে ডেভিডের হ'তো সান্ত্বনা
তোমার দেহের নিঃসরণের দীপ্ত দান।"[৪১]

।। পাঁচ।।

কেবল ভাষার জন্য মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক হয়নি। মানুষ মানুষ হওয়ার জন্য সাধনা করেছে। মানুষ মানুষ হয়েছে তাঁর প্রেমের তপস্যার জন্য। মানুষ মানুষ হয়েছে তাঁর শিল্প সাধনার জন্য। ম্যাডোনা, ভেনাস, পমোনা - এসব মিথ সভ্যতার পরিশীলনের উচ্চতর স্তরের সাক্ষ্য বহন করে। বোদলেয়ার তাঁর কবিতায় এসব মিথের অভিব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে বিতৃষ্ণ মনের পরিচয় যেমন রেখেছেন, ঠিক তেমনি তাঁর ক্লেদাক্ত মনের যন্ত্রণার উৎসার ঘটিয়েছেন।

ম্যাডোনা (Madonna) - মাতৃত্বের প্রতীক। বোদলেয়ার তাঁর 'Que diras-tu ce soir, pauvre ame solitaire' - কবিতায় ম্যাডোনার উল্লেখ করেছেন। ম্যাডোনা মাতা ও সন্তানের মধ্যে ভালোবাসার প্রতীক। গ্রীক মিথোলজি অনুসারে ম্যাডোনা হচ্ছেন, ইতালীয় রাভেনায় অবস্থিত ভার্জিন মেরির একটি বাইজেন্টাইন মার্বেল ভাস্কর্য। পরবর্তীকালে গ্রীক পুরাণের উক্ত ভাস্কর্যটিকে আধুনিক রূপ দিয়ে বিনির্মিত করা হয়েছে। ভাস্কর্যটি ইতালীয় রেঁনেসাঁ পর্বের শিল্পী জিওভান্নি বেলিনি (Giovanni Bellini, 1430-1516) একদশক (১৪৬০-৭০) ধরে নির্মাণ করেছিলেন। সৌন্দর্য, স্বর্গের গন্ধভার নিয়ে ঝরে ঝরে পড়ে। রোম্যান্টিক কবিরা সুন্দরের স্বপ্নিল আধ্যাত্মিক রূপ নির্মাণ করেন। সে বলে আমি সুন্দর, সুন্দরকে ভালোবাসো। আমি দেবদূত, আমি কর্ত্রী, ম্যাডোনা - সরস্বতী। স্বর্গ হতে ঝরে পড়া পুণ্য প্রভা পৃথিবীকে স্নিগ্ধ সুন্দর করে। কিন্তু কবির সুন্দরের পথ ভিন্নমুখী। কবির সুন্দর রাতের শান্ত নির্জনতায় দিশাহীন। ফুটপাতে জনতার নৃত্যের ভিড়ে পঙ্কিল। অবাস্তব স্বপ্নের কোলাহল, আগুনে কলঙ্ক চিহ্ন - মশালের এমন জ্যোতি। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির অনুবাদ করেছেন 'What will you say?' - শিরোনামে। লিখেছেন -

"Sometimes at night, inside my solitude,
Or in the street, surrounded by the crowd,
Her spirit beckons like a flame in air."[৪২]

অবশেষে বোদলেয়ার গর্বিত ম্যাডোনার অভিভাবিকা সুলভ আত্মকথন শোনালেন একালের পাঠককুলকে -

"Je suis I' ange gardien, la muse et la Madone."[৪৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বোদলেয়ারের কবিতায় সৌন্দর্যবোধের স্বরূপ বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রোম্যান্টিক কবিতার ধারাবাহিক স্রোতকে অবরুদ্ধ করে বিপরীতমুখী আধুনিক কাব্যের প্রবাদপুরুষ হয়ে উঠলেন কবি। বুদ্ধদেব বসু কবিতাটি অনুবাদ করেছেন 'কোন কথা আজ বলবি রাতে' (Que diras-tu ce soir, pauvre ame solitaire) - শিরোনামে। কবি লিখেছেন -

"থাকি নিশীথের নির্জনতায় লুপ্ত,
চলি রাজপথে জনতায় প্রক্ষিপ্ত,
তার প্রতিভাস মশালের মতো ছড়ায় জ্যোতি;
'সুন্দর আমি', সে বলে, 'আমারই জন্য
শুধু সুন্দরে ভালোবেসে হবে ধন্য;
আমি দেবদূত, কর্ত্রী, ম্যাডোনা, সরস্বতী!"[৪৪]

সিথেরা (Cythera) বা ভেনাস (Venus) - এর উল্লেখ কবি বোদলেয়ার করেছেন তাঁর 'Un Voyage a Cythere' (সিথেরায় যাত্রা) - কবিতায়। সিথেরা একটি ছোট গ্রীক দ্বীপ। দ্বীপটি দেবী আফ্রোদিতির (Aphrodite) জন্মস্থান। তিনি সমুদ্র থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দ্বীপে একটি সমুদ্রের খোলের উপর আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই কারণে তাঁকে সাইথেরিয়া নামেও ডাকা হত। আফ্রোদিতি প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। C. Scott Littleton তাঁর 'Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন –

> "Aphrodite, the goddess of love, marriage and beauty, personified not only romantic love but also sexual passion and her unearthly charm attracted both gods and mortals."[৪৫]

এছাড়া সিথেরা কামনা, আনন্দ, আবেগ, প্রজনন, যৌনতা এবং উর্বরতার দেবী। তিনি পতিতাদের পৃষ্ঠপোষক দেবীও ছিলেন। ঐ দ্বীপে অনেক শিলাখণ্ডের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। গ্রীক প্রবাদে যাকে 'The Greek's Rock' বা 'গ্রীক শিলা' বলা হয়। শিল্পকলায় সিথেরা সঙ্গম সুখের প্রতীক। ফরাসি চিত্রশিল্পী ওয়াতো (Watteau, 1684-1721) 'সিথেরায় তীর্থযাত্রা' (Pilgrimage to Cythera) বা 'সিথেরায় জন্য যাত্রা' (Embarkation for Cythera, 1717-1718) - শিরোনামাঙ্কিত এক ছবি এঁকেছিলেন। কবি বোদলেয়ার তাঁর 'Les Phares' (আলোকস্তম্ভ) - কবিতায় ওয়াতোর উক্ত শিল্পকে 'মদনোৎসব' বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রণয় জর্জর তরুণ-তরুণী রমণীয় পুষ্পশোভিত হ্রদবেষ্টিত অরণ্যে প্রমোদতরণী প্রস্তুত করেছেন, কামরাজ্য সিথেরায় দিকে যাত্রা করার জন্য। যেখানে আছে প্রস্তর নির্মিত আফ্রোদিতির মূর্তি। ঠিক রূপকথার নায়িকাদের মত হাসি। প্রেমের প্রমোদযানে সে যাত্রা। প্রমোদতরণী এগিয়ে চলেছে জলরাশির তট বরাবর। এগিয়ে চলছে তো চলছে। প্রমোদতরণী শিলাখণ্ডের কাছে আসতেই মনে হল কোন দেবমূর্তি দাঁড়িয়ে রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দেখা গেল ভিন্ন ছবি। ফাঁসিকাঠ থেকে একটি মৃতদেহ ঝুলছে। এই দ্বীপে ভেনাসের কোন মূর্তি নেই। ফাঁসিকাঠে ঝুলন্ত মৃতদেহ একটি ভয়ঙ্কর বীভৎস রসের প্রতীকী চিত্ররূপ। কবিতাটিতে বিক্ষত, বিতৃষ্ণ, ও যন্ত্রণাক্ষত বোদলেয়ারীয় মানসভূমির চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত।

জ্যোৎস্না বিছিয়ে ভালোবাসা চেয়েছিল ঘর। কোথায় হারিয়ে গেল। তার বিশীর্ণ বিস্তার। রোম্যান্টিক কবিতায় আবিষ্ট পাঠককুল এমন পংক্তিতে শিউরে উঠবে নিশ্চয়ই। ঝুলন্ত মৃতদেহটিকে শবভুক পাখিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। গ্রীক-রোমক পুরাণে দেবী আফ্রোদিতিই হচ্ছেন দেবী ভেনাস (Venus)। রোমক ও ল্যাটিন শিল্প-সাহিত্যে ভেনাসকে নগ্ন রূপে চিত্রিত করা হয়। হিংস্র বেগে চঞ্চুঘাতে শকুনেরা ঝুলন্ত শবদেহ থেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ভোগ করে রক্তমাখা শব। বোদলেয়ারীয় কুটিল পৈশাচিক নির্মম বাস্তবতা ছিঁড়ে কুটে ফেলে বাকি সব কবিদের মিথের একটি খুঁটির উপরে ভর করে আছে গোটা একটি বাস্তব পৃথিবী। রোম্যান্টিক সৌন্দর্যের বিপরীত চিত্রকল্প। বোদলেয়ারীয় মর্মান্তিক শিল্প স্থাপনা। ওয়াল্টার মার্টিন ইংরেজিতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অনুবাদ করলেন 'A Voyage to Cythera' - শিরোনামে। কবিতার শেষ স্তবকে পাঠককুলকে হাজির করলেন বীভৎস রসের বধ্যভূমিতে -

"Goddess of Love, your isle was noting but
An emblem with an image, torn apart…
O God of love, grant me the strength of heart
To contemplate my corpse without disgust!"[৪৬]

মূল ফরাসিতে বোদলেয়ার লিখলেন -

"Dans ton ile, O Venus! Je n'ai trouve debout."[৪৭]

প্রেম সৌন্দর্যের দেবী ভেনাসের বাসভূমি সেই দ্বীপ। সেখানে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলন্ত গলিত মৃতদেহটি একটি প্রতীক। কার প্রতীক? কবি বললেন 'সে আমারই'। বুদ্ধদেবের অনুবাদে কবিতাটির মিথিক নামকরণ অপরিবর্তিত - 'সিথেরায় যাত্রা'। কবি শেষ স্তবকে উপহার দিলেন বিতৃষ্ণ, ব্যথিয়ে ওঠা কাব্য পংক্তি। লিখলেন -

"ভেনাস, তোমার দ্বীপে শুধু এই প্রতীক প্রোথিত,
ফাঁসিকাষ্ঠে পচা মড়া - চিত্রকল্প ঝোলে সে আমারই।"[৪৮]

এলদোরাদো (El Dorado) - দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত কিংবদন্তির কথামালা দিয়ে ঘিরে থাকা একটি পৌরাণিক শহর। মিথকথা অনুযায়ী, এই শহরের রাজা এত ধনী ছিলেন যে, তিনি নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠানে সোনার ধুলোয় মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিজেকে ঢেকে রাখতেন। তারপর পবিত্র হ্রদে স্নান করে তিনি সেই ধুলোরাশিকে ধুয়ে ফেলতেন। হারিয়ে যাওয়া শহরের কিংবদন্তি দূর ধূসর অতীতচারী পৌরাণিক রহস্যময়তার জন্ম দিয়েছে। ষোল-সতেরো শতকের দিকে ইউরোপীয়দের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, দক্ষিণ আমেরিকার কোন একটা অংশে লুকিয়ে রয়েছে সোনায় মোড়ানো একটি শহর, যার নাম এলদোরাদো। এই শহরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে অনুসন্ধানে উৎসুক অভিযাত্রীরা ঘন বর্ষণ অঞ্চল বা রেইন ফরেস্ট (Rain Forest) ও তৎসংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল সমূহে ব্যর্থ অভিযান করেছিলেন। কিন্তু সোনার সন্ধান তারা পাননি। পৌরাণিক অভিমত অনুযায়ী এলদোরাদো প্রচুর সম্পদের অঞ্চল বলে কথিত। পৌরাণিক এই কাহিনীটিকে ইংরেজ কবি মিলটন তাঁর 'প্যারাডাইস লস্ট' (Paradise Lost) কাব্যে উল্লেখ করেছেন। এলদোরাদো শব্দটির বর্তমানে অর্থ সংশ্লেষ হয়েছে। শব্দটিতে এমন কোন স্থানকে বোঝায়, যেখানে দ্রুত এবং সহজেই সম্পদ অর্জন করা সম্ভব। কবি বোদলেয়ার তাঁর 'Les Fleurs du Mal' (ক্লেদজ কুসুম) কাব্যগ্রন্থের 'Un Voyage a Cythere' (সিথেরায় যাত্রা) - কবিতায় 'এলদোরাদো'-র উল্লেখ করেছেন। রূপকথার পক্ষ বিস্তার করা পৌরাণিক শহরের স্মৃতি আধুনিক সময়ের অভিঘাতে বড় ধূসর, ম্রিয়মান। বড় শ্রীহীন তাঁর রূপ। সেই সনাতনী বনতল, কিংবা পুরাতনী কপোতের কূজন কোথায় হারালো? দ্বীপে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলে আছে এক শব। আর শবভুক পাখিরা তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে গলিত শবদেহ থেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে রক্ত-মাংস-মজ্জা। কবির কাব্যের আধুনিক ব্যাকরণ এমন চিত্রকল্প। পুরাতনী পৌরাণিক স্মৃতির শহরের এক বর্ণঘন বিপর্যাস ঘটিয়ে মহিমময় রোম্যান্টিক কবিতার অবশেষ ঘোষণা করলেন বোদলেয়ার। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির ইংরেজি কাব্যানুবাদ করেছেন 'A Voyage to Cythera' - শিরোনামে। কবিতায় লিখলেন -

"And what's that sad black island there? - It's some
Cythera' so they say, where mermaids sing.
El Dorado! Old cocks came here to swing.
When all is said and done it's pretty tame."[৪৯]

সেই দ্বীপ? প্রশ্নবোধক চিহ্ন। যার উত্তর হ্যাঁ-ধর্মী। বিষণ্ণ এবং মলিন - ঠিকই। আর সেই পৌরাণিক শহর এলদোরাদো? গতায়ু তাঁর পুরাতনী সৌন্দর্য। দিগন্তের পান্থশালাকে আর সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কর্কশ মরু ধূসর নগর সভ্যতায় হৃদয়ের কলতান স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রতীক-সাংকেতিকতার অনিবার্য বিপর্যয় ঘটালেন কবি, একান্তই শ্রীবর্জিত -

"দেখা যায় কোন দ্বীপ - কালো, আর বিষাদে মলিন?
- জানো না, সিথেরা ঐ, সেকালের শৌখিনের প্রিয়,
মামুলি এলদোরাদো, গানে-গানে অবিস্মরণীয়
কিন্তু যা-ই বলো, এই দেশ বড়ো ধূসর, শ্রীহীন।"[৫০]

মিথিক্যাল ব্যাপ্তিই গোল্ডেন সিটির অলিখিত উপাখ্যান। এলদোরাদো সোনায় মোড়া যাদু শহরের শক্তিশালী পুরোহিত রাজা। সমগ্র লোকসমাজ বিশ্বাস করেছে এই কিংবদন্তি। C. Scott Littleton তাঁর 'Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন -

> "The legend of a lost city of Gold, rulewd by 'men of metal', ...When the Spaniards arrived on the west coast of South America, they heard stories from nearby all the peoples on the frings of the Inca empire about a magical kingdom where the roads and buildings were made of gold. It was ruled by a powerful priest king, called El Dorado ('the gilded one'), because even his body was covered in gold. ...Gradually, El Dorado lost its original meaning, and instead of referring to a person came to be haphazardly applied to any mythical golden city."[৫১]

পমোনা (Pamona) - প্রাচীন গ্রীক দেবী। বোদলেয়ার তাঁর 'Je n'ai pas oublie, voisine de la ville' - কবিতায় এই দেবীর উল্লেখ করেছেন। ওয়াল্টার মার্টিন এক স্তবকের ছোটো এই কবিতাটিকে ইংরেজিতে পদ্যানুবাদ করেছেন 'I haven't Forgotten' - শিরোনামে। কবি বুদ্ধদেব বসু কবিতাটি 'এখনো ভুলিনি তাকে' শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। পমোনা প্রাচুর্যের দেবী। তিনি উদ্যান তথা বাগান ও ফল - বৃক্ষের দেবী। তাঁর কোন গ্রীক প্রতিরূপ নেই। তিনি ফলের গাছগুলিকে পরিচর্যা, রক্ষা এবং চাষাবাদের জন্য যত্ন নেন। চিত্রকলায় শিল্পীরা তাঁকে সাধারণত ফলমূল সজ্জিত থালার প্রতীকে চিত্রিত করেন। পমোনাকে শিল্পীরা তাঁদের স্থাপত্যকলায় বিশেষত্ব দিয়েছেন। আমেরিকায় দেবীর নামাঙ্কিত বিভিন্ন শহর এবং পার্কের নামকরণ করা হয়েছে। Wikipedia - তে গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করে বলা হয়েছে –

> "Pamona was the goddess of fruit trees, gardens, and orchards. …She was not actually associated with the harvest of fruits itself, but with the flourishing of the fruit trees."[৫২]

বাগান ও স্থাপত্য পরস্পরাশ্রয়ী। বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পকলায় বাড়ি ঘরদোরের সামনে যেমন উঠোন ও আঙিনা সংলগ্ন একচিলতে বাগানবাড়ি, তেমনি ইঁট-পাথরে নির্মিত বৃহৎ স্থাপত্য শিল্পের পাশে পাশেই থাকে সুবৃহৎ উদ্যান বা পার্ক। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে -

"The little white-washed house we used to own -
A peaceful place, a few steps past the town,
The goddesses, stuck in a meagre wood."[৫৩]

কবি ভোলেননি তাঁদের শহরের নিকটবর্তী শান্ত সাদা বাড়ি পমোনাকে, যা গ্রীক পুরাণের আরেক নারী ভেনাস সুন্দরীর মত। সেই সন্ধ্যালোকে অস্তগামী সূর্য জলপ্রপাতের মত আলোকরাশি বিকিরণ করে। আমাদের বর্তমান প্রাত্যহিকের নিয়ন আলোতে কবি ভোলেননি তাকে। বুদ্ধদেবের অনুবাদে -

"এখনো ভুলিনি তাকে - নগরের গা - ঘেঁষে, নির্জন,

আমাদের সাদা বাড়ি, ছোটো, কিন্তু শান্ত সারাক্ষণ।
পমোনা, পাথরে গড়া, আর এক স্থবির ভেনাস।"[৫৪]

ইকারাস (Icarus), ইকারী (Icaria) - গ্রীক মিথোলজির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। অহংকার, অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণতি কি হতে পারে, তার নীতিশাস্ত্র সম্মত দিক নির্দেশ রয়েছে গ্রীক পুরাণ কথায়। গ্রীক পুরাণ অনুসারে জানা যাচ্ছে, ইকারাস ছিলেন ক্রিটের গোলকধাঁধার দক্ষ স্থাপত্যশিল্পী, ডেডালাসের (Deadalus) পুত্র। ইকারাস গোলকধাঁধা থেকে পালানোর রহস্য উন্মোচন করেছিলেন। এথেন্সের রাজা থিসিয়াস গোলকধাঁধা থেকে পলায়ন করেন। থিসিয়াস ছিলেন রাজা মিনোসের শত্রু। মিনোস সন্দেহ করেন, এর জন্য দায়ী ইকারাস ও তার পিতা ডেডালাস। রাজা মিনোস তাঁদের বন্দি করলেন। ইকারাস পাখির পালক, কম্বলের সুতো, চামড়ার ফিতা এবং মোম দিয়ে তৈরি ডানা ব্যবহার করে পালিয়ে যান। কিন্তু তিনি পিতার সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে নিচু থেকে উড়তে থাকেন, ফলে জলে তাঁর পালক ভিজে যায়। তাঁর পিতা সূর্যের খুব কাছ থেকে উড়তেও মানা করেন, কেননা সূর্যের প্রচন্ড তাপে মোম গলে যাবে। এসব নির্দেশ অমান্য করে তিনি সূর্যের কাছ থেকে উড়তে থাকেন, ফলে সত্য সত্য তার ডানার মোম গলে যায় এবং আকাশ থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়ে তিনি ডুবে মারা যান। ইকারাসের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিভাবান শিল্পী পিতা ছেলের স্মৃতিকে বহন করে মৃত্যু যন্ত্রণায় কেঁদে ফিরতেন। মৃত্যু দ্বীপটিতে দাঁড়িয়ে তিনি ইকারিয়া বলে ডাকতেন। উক্ত মৃত্যু স্থানটি 'ইকারিয়ান সাগর' নামে চিহ্নিত। ইকারাস উচ্চ-অবুঝ আকাঙ্ক্ষার প্রতীক-পুরুষ। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার বাস্তব ভূমি ছিল না। Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন –

> 'But Deadalus constructed wings out of wax and feathers for himself and Icarus, and they flew away from Crete. Icarus, however, contrary to the warnings of Deadalus, flew too high, and the sun melted the wax of the wings, so that Icarus fell into the sea and drowned. The sea was called Icarian after him."[৫৫]

কবি বোদলেয়ার তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দুটি কবিতা যথাক্রমে 'Le Voyage ('Travellers' - 'ভ্রমণ') এবং 'Les plaints d'un Icare' ('The Laments of an Icarus' - 'ইকারুস বিলাপ')-এ প্রাচীন গ্রীক মিথ ইকারুসের উল্লেখ করেছেন। কবিতা দুটি হয়ে উঠেছে বোদলেয়ারের আত্মপ্রকৃতি। সূর্যের অগ্নিবর্ষী তাপে বিকল ডানার উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইকারুস সমুদ্রে ডুবে গেলো। ইকারুসের মতই কবি 'Le Voyage' - কবিতার শেষ স্তবকে বলে উঠলেন -

"Weigh anchor, Captain Death, the sails are set.
We've seen enough - too much - it's time to go."[৫৬]

মৃত্যুর সময় হয়েছে। প্রাচীন মৃত্যু। অন্ধকার পথ। কাণ্ডারী নোঙর তুলে দিয়েছেন। মৃত্যুর সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। সে সৌন্দর্য স্বর্গ থেকে আসুক অথবা নরক থেকে। আর 'Les plaints d'un Icare' - কবিতায় ভাঙা ডানা ইকারুস বুঝেছেন, তিনি বিচূর্ণ। তাঁর এমন নম্রতাবোধের সময় ছিল না। কবি বোদলেয়ার ইকারুসের আত্ম প্রতিবিম্ব। লিখে ফেললেন অন্ধকার সমাধিলিপি। ওয়াল্টার মার্টিনের কাব্যানুবাদে -

"And victimized by the sublime
Whose cautery has sealed my doom,
I lie here in an unmarked tomb -
The fallen angel's paradigm."[৫৭]

এ সমাজে কোথাও কোন আশা নেই, আলো নেই। নিষ্ফল ব্যর্থতার চোরাবালিতে ডুবে গেছে কবির হৃদয়। ডুবে গেছে সব সাধ। সুন্দরের স্থপতি তিনি। কেমন সে সুন্দর? ভগ্ন সুন্দর। সমাধিফলকে তাঁর নাম লেখা থাকবে না। কেবলই অন্ধকার গহ্বর। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'ইকারুস বিলাপ' কবিতায় লিখলেন -

"সুন্দরে ভালোবেসে আমি আজ ভস্ম

সমাধিফলকে উজ্জ্বল সম্মানে
থাকবে না লিপিচিহ্ন আমার নামে,
আমার কেবল সর্বস্ব গহ্বর।"[৫৮]

পিলাদেস (Pylades) ও এলেকত্রা (Electra) - গ্রীক পুরাণ অনুসারে পিলাদেস ছিলেন রাজা স্ট্রোফিয়াস এবং রাণী অ্যানাক্সিরিয়ার পুত্র। ফোসিসের রাজপুত্র তিনি। ট্রেজান যুদ্ধের দুই নায়ক আগামেমনন এবং মেনেলাউস হলেন তাঁর কাকা। তিনি ওরেস্টেসের বন্ধু। ওরেস্টেস যখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন, তখন পিলাদেস তাকে সাহায্য করেন। পিলাদেস স্বদেশে ফিরে এলেও হত্যার অপরাধে যুক্ত থাকার কারণে তার বাবা তাকে নির্বাসিত করেন। শাস্তি ও জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁদের বন্ধুত্বে কোন ছেদ পড়েনি। দুর্ভাগ্যকে সমানভাবে ভাগ করেছেন পরস্পর। Sabine G Oswalt তাঁর 'Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে লিখেছেন –

> "Pylades, the son of Strophius, who become his (Orestes) friend and was dearer to him than a brother."[৫৯]

পিলাদেস হচ্ছেন, আদর্শ বন্ধুর চিরন্তন প্রতীকরূপ।

অপরপক্ষে ইলেকত্রা ছিলেন রাজা আগামেমনন এবং রাণী ক্লাইটেমনেস্ট্রার কন্যা। তাঁর ভ্রাতা ওরেস্টেস। পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে তিনিও ভাইকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর মা এবং মায়ের প্রেমিক এজিস্থাসের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর তাঁর ভাই ওরেস্টেসের বন্ধু পিলাদেসকে বিবাহ করেন। ইলেকত্রা চিরন্তনী নারীর প্রতীক। গ্রীক পুরাণে বলা হয়েছে –

> "Eight years after Agamemnon's death. Orestes returned eagerly awaited by Electra, On her advice, he killed Clytemnestra and Aegisthus. …Electra, according to Apollo's command, married Pylades."[৬০]

বোদলেয়ার তাঁর 'Le Voyage' ('Travellers' - 'ভ্রমণ') কবিতায় জীবনের যাত্রা শেষ করে মৃত্যুনদীর সীমান্তে উপনীত হয়েছেন। মৃত্যু আসন্ন। এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে যাত্রার সময় হয়েছে। নোঙর তুলে দেওয়া হয়েছে। অজানা সেই যাত্রাপথে মৃত্যুর সুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করছেন কবি। এ পৃথিবীর নরক দর্শনের মধ্যেই বিরাজ করছে সেই সৌন্দর্য। তমসার অতলান্ত সমুদ্রে কবির যাত্রা। কবি গ্রীক পুরাণের বন্ধু বৎসল পিলাদেসকে কবিতায় তুলে আনেন। আর সেই ট্রোজান যুদ্ধের সময়কালীন ষড়যন্ত্র-হত্যা-ঈর্ষা-বিদ্বেষের বিষণ্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন আবহে কমনীয় নারী মূর্তি ইলেকত্রা - নরকের মধ্যেও কবিকে স্বপ্ন দেখান। পিলাদেস মৃত্যু সমুদ্র থেকে হাত ধরে টেনে তোলেন। আর ইলেকত্রা সন্তরণে সাহায্য করেন। জীবনের অবসানে মৃত্যুর নতুন দ্বীপে পৌঁছে যান কবি। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে (Travellers) -

"Dead sisters and companions, in the mist -
Electra, with the loyal Pylades.
We recognize those voices! Why resist?
Swim out and join us now, and be at ease."[৬১]

নির্মল অপরাহ্নের কোন অবসান নেই। যাত্রা শেষে পথিকের হৃদয়ে অপূর্ব বিস্ময়। বুদ্ধদেব অনুবাদ করলেন -

"ওপারে বাড়ায় বাহু পিলাদেস, এখনো তেমনি,
প্রেতেরে চিনিয়ে দেয় পুরাতন গানের গুঞ্জন।
'সাঁৎরে ধর এলেকত্রাকে, সে-ই তোর বিশল্যকরণী!
বলে সে, একদা যার জানুতট করেছি চুম্বন।"[৬২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সিবেলী (Cybele) - হলেন গ্রীক পুরাণের মহান দেবী - 'The great mother' (Magna Mater)[৬৩] তিনি পুরুষ দেবতা আকাশ এবং মাতৃ দেবী পৃথিবীর কন্যা। জন্ম মুহূর্তে তিনি পুরুষ এবং নারী উভয়েই ছিলেন। যাকে বলা হয় 'hermaphrodite' অর্থাৎ উভয়লিঙ্গ। দেবতারা এতে ভয় পেয়ে তাঁকে বর্জন করেছিলেন এবং পুরুষ অঙ্গটি কেটে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। এটি থেকে একটি বাদাম গাছ জন্ম লাভ করে। সিবেলী ছিলেন প্রকৃতি, উর্বরতা এবং মাতৃত্বের দেবী। তিনিই পৃথিবী মাতার দেবী মূর্তি। তিনি সকল মানুষের মাতা। মাতৃতান্ত্রিক উর্বরতা বাদের নবসম্ভাবনা মুকুলিত হয়েছে এখানে। মেষ পালকের দ্বারা বেড়ে ওঠা অ্যাটিসের প্রতি তাঁর গভীর ট্র্যাজিক করুণ প্রেম - যা আত্মবিচ্ছেদ, পুনর্জন্ম, এবং জীবন-মৃত্যুর চক্রাকৃতি প্রকৃতি বলয়কে নিয়ে নির্মিত। তাঁর হৃদয় ভেঙে পড়ে। সিবেলীর দেহের কোনো ক্ষয় নেই। তিনি পবিত্র রমণী। গ্রীক ও রোমক পুরাণে বলা হয়েছে -

> "Cybele grew up in the forests and become a beautiful and gifted woman. ...she became known as the Mother of the Mountain. Then she fell in love with a youth called Attis. ...Some say that Attis was a Shepherd."[৬৪]

গ্রীক পুরাণে সিবেলী হলেন, হৃদয়ের দেবী - 'goddess of heart'[৬৫] বোদলেয়ার কবিতা লিখছেন, জিপসী সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীদের নিয়ে। জিপসীরা যাযাবর বেদেদের মত। সন্তান সন্ততি নিয়ে দল বেঁধে তাঁরা খাদ্যের অন্বেষণে ফেরে। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এঁরা গান শোনায়। যাত্রিক জিপসীদের কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। এঁদের কোন আশা নেই, ভাষা নেই, নেই কোন ভবিষ্যৎ। কেবলই এঁদের জন্য আছে সিবেলীর প্রেমমদির দৃষ্টি। তাই ঘাস সবুজে সবুজে হয়ে ওঠে ভরপুর সবুজ। ফুল ফোটে। স্রোত ফুলে ফুলে ওঠে। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে -

"The cricket, when it spies a gypsy band,
Chirps louder from its burrow in the sand;
Cybele loves them well and shall bring forth."[৬৬]

সিবেলী আলোচ্য কবিতায় উদ্ভিজ্জ জীবনীশক্তির প্রতীক। প্রণয়ের প্রশস্ত দেবদারু বৃক্ষের প্রতীকরূপ তিনি। অনন্ত সুবাতাস জীবনকে মধুচ্ছন্দে দোলায়িত করে। কবি বুদ্ধদেব কবিতাটির বাংলায় নামকরণ করেছেন 'যাত্রী বেদেরা' (Bohemiens Voyage)। লিখেছেন -

"পতঙ্গ, তার রুক্ষ বিবর থেকে,
চৌদুনে তান লাগায় ওদের দেখে;
এবং সিবেলী যেহেতু প্রণয়াসক্ত।"[৬৭]

আলোচিত পর্যায়ের মিথগুলির বৈচিত্র্য বোদলেয়ারের বহুমুখী মানস অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। আধুনিক কবিতার চিন্তন বিশ্বে তিনি যে জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে উঠেছেন, তা তাঁর গ্রীক মিথ ব্যবহারের অনন্য প্রয়োগ কৌশলের গুণে। তাঁর লিখিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি মিথের বহুমুখী তাৎপর্যে ব্যতিক্রমী চিরন্তনতার দাবী করতে পারে। উপরিউক্ত কবিতাগুলি যেন প্রাচীন মানুষের কল্পনা ও আধুনিক সভ্যতার সত্যরূপ প্রকাশে দায়বদ্ধ।

।। ছয়।।

বোদলেয়ারের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Le Cygne'। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির ইংরেজি নামকরণ করেছেন 'The Swan'। বুদ্ধদেব বসুর বাংলা অনুবাদে কবিতাটি হয়েছে 'রাজহাঁস'। রাজহাঁস - নির্মল, শান্ত জলাশয় হল তার উপযুক্ত আশ্রয়ের চারণক্ষেত্র, বসতবাড়িও বটে। আজন্ম লালিত শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী, সেই নিষ্পাপ রাজহাঁস সামাজিক ভাঙ্গগড়ায় প্রাকৃতিক হ্রদের পুরানো নিরাপদ নীড় থেকে নির্বাসিত। প্যারিস চিত্রের অন্তর্গত এই কবিতাটির রচনাকাল পুরানো ভেঙ্গে নতুন শহর পত্তনের সময়। পুরানো স্মৃতির প্যারিসের ধ্বংস সজ্জার উপর নির্মম শ্বাসরোধী নগরায়ণের ভারবাহী রূপ কবির আলোচ্য কবিতা। ধনতান্ত্রিক, বিবেকবর্জিত এই আধুনিক সভ্যতা চেটে পুটে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 664 - 690
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খাওয়া, ফুলে ফেঁপে ওঠা মানুষকে দিয়েছে অনেককিছু। অন্যপক্ষে পৃথিবীর লক্ষ কোটি প্রাণীকুল, বৃহত্তর উদ্ভিদ জগতের একাংশ এবং নিম্নবর্গীয় মনুষ্যকুলের ধ্বংসসাধন, অপমৃত্যু ও নির্বাসনের হোতা এই আধুনিক সভ্যতা। সভ্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বা যাজকতন্ত্র ও বুদ্ধিমান শহর বিলাসী মানুষের দান এগুলি। কবিতাটিকে কবি মানবকল্পিত মিথের আশ্চর্য আলেখ্য দিয়ে গড়ে তুলেছেন। কবিতাটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যমণ্ডিত কবিতারূপে বিবেচিত হওয়ার কারণ বোধ হয় মিথিক চমৎকৃত বিনির্মাণ। সুপ্রাচীন গ্রীক ও রোমক পুরাণের সংশ্লেষ-ব্যবহার তাৎপর্যের বহুমুখী ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত ধর্মিতা ও সংকেতময়তায় কবিতাটি সর্বকালের সহৃদয় পাঠকের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে।

আন্দ্রেমাকি (Andromache) - গ্রীক পুরাণে প্রিয়ামপুত্র বীর হেক্টরের পত্নী। ট্রোজান রমণী তিনি। ট্রোজান যুদ্ধে অ্যাকিলিসের দ্বারা হেক্টরের হত্যাকাণ্ডের পর অ্যাকিলিসের পুত্র পিরহুস হেক্টরের ভাই হেলেনাস ও আন্দ্রেমাকিকে যথাক্রমে দাস-দাসী রূপে পরিণত করেছিলেন। বীরের পত্নী তিনি। রাজপ্রাসাদে উপযুক্ত মর্যাদায় যিনি মহিমময়ী হয়ে থাকতে পারতেন, নিষ্ঠুর রাষ্ট্রিক বিপর্যয় এবং যুদ্ধের অভিঘাতে তিনি নির্বাসিত হলেন পরাশ্রিত দুর্ভাগ্যপীড়িত দাসী রূপে। কি নির্মম পরিহাস অপেক্ষা করেছিল তাঁর জন্য। অ্যাকিলিসের পুত্র পিরহুস তাঁকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যা দাসীর থেকে কোন অংশে কম ছিল না। ট্রয় ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় চরিত্র হেক্টর। দুর্ভাগ্যপীড়িত আন্দ্রেমাকি তাঁর পরিবার এবং দেশের জন্য অশেষ যন্ত্রণা বহন করেছেন। মৃত্যুর পরে হেক্টরের সমাধিস্থলে নিত্য নৈবেদ্য প্রদান করতেন তিনি। তিনি তাঁর বিশ্বস্ততা ও সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রাষ্ট্রিক ও যুদ্ধকালীন দুর্দশার প্রতীক তিনি। বিনয়, জ্ঞান, মনোমুগ্ধকর শ্রী ও সৌন্দর্যের কল্পনারী তিনি। অ্যাকিলিস কর্তৃক তাঁর পিতা এবং সাত ভাইয়ের মৃত্যু যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছেন। মায়ের অসুস্থতাজনিত মৃত্যু তিনি দেখেছেন। যুদ্ধের সহিংসতার কারণে তিনি হয়ে উঠেছেন বাস্তুচ্যুত নারী। সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁকে নিরাপদ সামাজিক সীমানা দিতে পারেনি। একটি স্থায়ী ঘর ছাড়াই তাঁকে জীবন কাটাতে হয়েছে। ট্রয়ের প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছেন মৃত্যুদৃশ্য। প্রয়াত হেক্টরের পত্নী - এখন তিনি বিধবা রমণী। গ্রীক পুরাণে তাঁর পরিণতি নির্দিষ্ট -

> “Meanwhile the woman of the court were assigned as slaves to the Greek victors. Hector’s widow Andromache fell to Neoptolemus, while Queen Hecuba was given to Odysseus.”[৬৮]

সেই রাজেন্দ্রাণী আন্দ্রেমাকি যেমন নিষ্ঠুরভাবে নির্বাসিতা, ঠিক তেমনি পুরানো আর নতুনের ভাঙ্গন ও গড়নের সংকট মুহূর্তে তিরবিদ্ধ পাখির মত ছটফট করতে করতে ডানা ঝাপটায় সুবৃহৎ শান্ত সরোবরের রাজপুত্র রাজহাঁস। ফুটপাতে নর্দমার জল খোঁজে। পরাজিত নায়কের পত্নী আন্দ্রেমাকি এখন ক্রীতদাসী। অনুরূপ সেই পায়ে বেড়ি দেওয়া, ইঁট কাঠ পাথরের স্তূপীকৃত জঞ্জালের ধারে, নর্দমার জল খেতে অতিকষ্টে গুটি পায়ে হেঁটে যায় রাজহাঁস। বিষণ্ণ-বিবেক শুধু। কোথাও কোন প্রেম নেই, নেই কোন সুবাতাস। ঠিক যেন হেক্টরের বিধবা রমণী - রাজেন্দ্রানী আন্দ্রেমাকি। কবি বোদলেয়ার তাঁর ‘Le Cygne’ - কবিতায় এভাবেই গ্রীক মিথ আন্দ্রেমাকিকে ব্যবহার করেছেন। নৈপুণ্যের অভিনবত্বে সম্পূরক হয়ে উঠেছে রাজহাঁস। দু’জনেই নির্বাসিতা, দু’জনেই বন্দিনী। দু’জনেই ফেলে এসেছে তাদের স্মৃতির অতীত। দাসত্বের ভারবাহী মুমূর্ষু জড়ের মতো সম্বিতবিহীন - ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা। ওয়াল্টার মার্টিন তাঁর অনূদিত ‘The Swan’ কবিতায় লিখলেন -

> “I think about you now, Andromache,
> By this sad stream that brings back long lost years;
> Your grievous fate, your fallen majesty,
> This false Simois, swollen with your tears.”[৬৯]

সেই বিধবা রমণী আন্দ্রেমাকির কথাই ভেবেছেন কবি। বিপুল বিষণ্ণ বেদনা তাঁর। কুলপ্লাবী সে বেদনা গ্রীক মিথের - সিময়স (Simois) নদীর মতই ভারাক্রান্ত।

সিময়স (Simois) - গ্রীক পুরাণের এক নদী দেবতা। যিনি ওশেনাস এবং টেথিসের পুত্র। নদীটি ইডা পর্বত থেকে প্রবাহিত হয়ে ট্রোজান সমভূমিতে স্ক্যামাণ্ডার নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই নদীর কথা ইলিয়ডে উল্লিখিত আছে।

ট্রয় যুদ্ধে দেবতারা যখন ট্রোজানদের পক্ষ নেন, তখন সিমোইস ট্রোজানদের সমর্থন করেন। অপর একটি নদী যার নাম স্ক্যামাণ্ডার, তিনিও ট্রোজানদের সমর্থনে সিমইসের কাছে উদাত্ত আবেদন রেখেছিলেন। বলেছিলেন -

প্রিয় ভাই -

> সর্বোচ্চ গতিতে আমার সাহায্যে এসো।
> তোমার ঝর্ণার জল দিয়ে তোমার স্রোত পূর্ণ করো।
> তোমার সমস্ত স্রোতকে জাগিয়ে তোল।
> এক বিরাট ঢেউয়ের মতো উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকো।
> এবং কাঠ ও পাথরের প্রচন্ড গর্জন জাগিয়ে তোলো,
> যাতে আমরা এই বর্বর মানুষটিকে থামাতে পারি।
> যে তার শক্তিতে (দেবতাদের মত) ক্রোধের আগুনে জ্বলছে।

ইলিয়াডে উল্লিখিত আছে -

> "Dear brother, let's unite to overpower this man or he will soon be sacking lord Priam's great town without a Trojan to stop him, Come Quickly to my help! Fill your channels with water from the springs, replenish all your mountain streams, lift up a great breaker and send it down, seething with logs and boulders, so we can stop this savage who is carrying all before him. He thinks himself a match for the gods."[৭০]

প্রিয়ভাই সিমইসের উদ্দেশ্যে জানিয়েছে, এসো, আমরা দু'জনে মিলে একজন মানুষের শক্তি ধরে রাখি। কারণ বর্তমানে সে প্রভু প্রিয়ামের মহান শহরে ঝড় তুলবে। যুদ্ধে ট্রোজানরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আমাকে তাঁকে পরাজিত করতে সাহায্য করুন। এরপর সিমোইস এবং স্ক্যামাণ্ডার তাঁদের জল একসাথে ছুড়ে মারে। যেখানে রয়েছে তাঁদের সাদা ঘোড়া। তাদের চরানোর জন্য সিমোইস ঘাসের অমৃতরূপে বেড়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় স্ক্যামাণ্ডার অ্যাকিলিসকে জলের ঢেউ উচ্চতায় স্থাপন করে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য সিমোইস সাড়া দেওয়ার আগেই হেফেস্টাস আগুনের শিখা দিয়ে স্ক্যামাণ্ডারকে দমন করে অ্যাকিলিসকে বাঁচাতে সক্ষম হন।

অবশেষে ট্রয় নগরীর পতন ঘটল। ট্রোজানদের পতনে সিমোইস ক্রন্দন করলেন। যুদ্ধের ভয়াবহতার ফলে ধ্বংসস্তূপ প্রত্যক্ষ করে তাঁরা শোকপ্রকাশ করলেন। শোকাহত সিমোইস প্রিয়মের শহরের ধ্বংসাবশেষের জন্য দূরে কাঁদলেন। নদীর তীক্ষ্ণ জলরাশি চিৎকার করল। ট্রয় নগরী রক্ষার জন্য তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিলেন, পারলেন না তাঁরা।

বোদলেয়ারের 'Le Cygne' - কবিতাটি পুরোপুরি মিথের মোড়কে আবৃত। আন্দ্রেমাকি, হেক্টর, সিমইস, পিরহুস, 'হেলেনুস জায়া' (অর্থাৎ আন্দ্রেমাকি, পিরহুসের মৃত্যুর পর হেলেনাস আন্দ্রেমাকিকে বিবাহ করেছিলেন) প্রভৃতি গ্রীক মিথের সংকেতিক বিন্দু বীজকে বোদলেয়ার সচেতন ভাবে ব্যবহার করেছেন। কবিতার সীমিত অবয়বে ইলিয়ডের সর্বব্যাপক মহিমান্বিত ক্লাসিক গাম্ভীর্যকে সমকালীন প্যারিসীয় বাস্তবতায় সার্বজনীন করে তুলেছেন কবি। আন্দ্রেমাকি প্রেমিক-স্বামী হেক্টরের বাহুচ্যুত হয়েছেন। আনত তিনি, এক বিষণ্ণ শূন্যতা সারাজীবন তাঁকে যাতনা দিয়েছে। বিমর্ষ হৃদয়ে স্বামীর সমাধিস্থলে পুষ্পস্তবক প্রদান করতেন তিনি। আর গ্রীক মিথোলজিতে হেক্টরের অসহায় নির্মম পরিণতি সহৃদয় পাঠককুলকে ব্যথিয়ে তোলে। রণভূমিতে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেক্টর বুঝেছেন তাঁর দুরদৃষ্ট আসন্ন পরিণতি। বলেছেন -

> "It's over. So the gods did, after all, summon me to my death. ... Evil death is no longer far away, ... So now my destiny confronts me. Let me at least sell my life dearly and not without glory, after some great deed for future generations to hear of."[৭১]

বোদলেয়ারের রাজহাঁস তাঁর শৈশব-যৌবনের সুশীতল মনোরম জলাশয় হারিয়ে নির্বাসিত হয়েছে। শোকতপ্ত বিধবা আন্দ্রেমাকির প্রতীকী প্রতিকল্প রাজহাঁস।

বিজয়ী অ্যাকিলিসের পুত্র পিরহুসের (Pyrrhus) অহংকারী হাত তাঁকে টেনে হিঁচড়ে দাসী বানিয়েছিল। অমর্যাদা এবং নির্যাতিতার আরেক রূপ উপেক্ষিতা উপপত্নীরূপে আন্দ্রেমাকিকে জীবন কাটাতে হয়েছে। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে নিওপটোলেমাস জন্ম মুহূর্ত থেকে পিরহুস ডাক নামে পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি অ্যাকিলিডাস (Achillides), পেলিডেস (Pelides), আইত্রসিডেস (Aeacides) প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিলেন। গ্রীক পুরাণে তাঁকে হিংস্র যোদ্ধারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি শক্তিশালী কিন্তু বিরক্তি উৎপাদক যোদ্ধা। পিরহুস বা নিওপটোলেমাস (Neoptolemus) ছিলেন নৃশংস। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কমপক্ষে ছয়জন এবং ট্রয়ের পতনের পরবর্তী সময়ে আরও বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছিলেন। এদের মধ্যে রাজা প্রিয়াম, ইউরিপিলাস, পলিক্সেনা। এছাড়াও হেক্টর ও আন্দ্রেমাকির দুই শিশু সন্তান যথাক্রমে পলিটস ও অ্যাস্টিয়ানাক্সকেও তিনি হত্যা করেছিলেন। গ্রীক মিথোলজিতে বলা হয়েছে –

> "He (Neoptolemus) was also called Pyrrhus because of his fair hair, … He was one of the best warriors before Troy and killed Eurypylus, son of Telephus. Neoptolemus was in the Wooden Horse, and during the night of Troy's fall killed King Priam. Among his captives were Andromache and Helenus the seer."[৭২]

প্রিয়াম পুত্র হেলেনাস ছিলেন দূরদর্শী এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। অ্যাপোলো তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছিলেন। হেলেনাস (Helenus) - কে পিরহুস বন্দি করেছিলেন। এছাড়া পিরহুস আন্দ্রেমাকিকে উপপত্নী করেন। অবশ্য দাসী ছাড়া তা আর কিছুই নয়। এমনকি ট্রোজান রাজকন্যা পলিস্কেনার বাড়ি ফেরার পূর্বেই তিনি তাঁকে বলি দেন। অ্যান্দ্রেমাকি এবং হেলেনাসকে নিয়ে তিনি এপিরোট দ্বীপপুঞ্জে যান। এঁদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেননি পিরহুস। অবশেষে এই নৃশংস যোদ্ধাকে ওরেস্টেস হত্যা করে তাঁর অস্থি এপিরাসের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রিয়াম পুত্র হেলেনাস আন্দ্রেমাকিকে বিবাহ করেছিলেন। গ্রীক মিথোলজিতে বলা হয়েছে –

> "Helenus's Revange : The Greeks were further encouraged by a tip from a captive Trojan. This warrior, Helenus had hoped to marry Helen after Paris's death."[৭৩]

নির্বাসিত রাজহাঁস। কারুকার্য শোভিত নগরীর ভগ্নাবশেষ। কবির স্মৃতি রোমন্থন। বোদলেয়ারের 'Le Cygne' কবিতাটি হয়ে উঠল পরাজিত মানুষের বিবেক। গ্রীক পুরাণের আন্দ্রেমাকি, হেলেনুস বন্দি ক্রীতদাস। সীমইয়ের বিপুল জলরাশি চিৎকার করেও ট্রয়কে রক্ষা করতে পারল না।

মৃত্যু-নেমেসিস হেক্টরের পতন নিশ্চিত করল। পুরানো স্মৃতির শহর মুখ থুবড়ে পড়ল। অসহায় রাজহংসের মত গ্রীক পুরাণের বন্দি চরিত্রগুলোর ক্লান্ত বিষণ্ণতা দিয়ে কবি কবিতার উপসংহার ঘটালেন। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে -

> "To mind again, Andromache, torn from
> Your husband's arms to be bebased for life
> By Pyrrhic pride beside an empty tomb -
> Great Hector's widow! Helenus's wife!"[৭৪]

।। সাত ।।

রোম্যান্টিক কবিদের কবিতায় ছিল অনুভবময়তা। রোম্যান্টিক বিষাদ অকারণ। অপরপক্ষে বোদলেয়ারের কবিতায় এলো দুরূহতা ও বিবিক্ত বিষাদ। আধুনিক কবিতার কাঠিন্যের কারণ বহু পঠনের স্বল্পতা। সমগ্র মানবজাতির গৌরব-অগৌরব জনোচিত সমস্ত কর্ম, সাধনা প্রসূত সমস্ত শিল্পকর্ম, মিথিক উপাদান, কল্পকথা সমৃদ্ধ কিংবদন্তি, নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের দূরতর পথে বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান-লৌকিক-অলৌকিকের চেতনালোকে যে ছায়াপথ নির্মাণ করেছে তারই বিনির্মিত কাব্যরূপ বোদলেয়ারের আধুনিক কবিতা।

কবিতায় গ্রীক মিথের ব্যবহার সাবলীলতায় কবি উচ্চতর কবিত্বশক্তির পরিচয় রেখেছেন। বোদলেয়ারীয় মিথ কবিতায় গন্ধমাদনের দুর্বহ ভার নয়। মিথের বিন্দুকণিকায় তাঁর কবিতার মূল প্রাণচৈতন্যের সংকেত উৎসারিত হয়েছে। একটি-দুটি মিথের লৌহ স্থাপনে দণ্ডায়মান থাকে সমগ্র কবিতা। কবিতায় প্রাচীন মিথের ব্যবহারে তিনি অভিনব শৈলী প্রকরণ আবিষ্কার করেছেন। প্রাচীন মিথের ব্যবহার প্রকল্প দিয়েই কবি সংকটজর্জর অসম বিবেকবর্জিত সমাজের যুগচৈতন্যকে ক্ষুরধার তাৎপর্যে উদঘাটিত করেছেন। অভ্যেসের ক্লান্তিকে বহন করতে করতে ক্লান্তিচালিত মানুষ ভুলে গেছে প্রকৃত বিষণ্ণতার স্বরূপ। আধুনিক বিতৃষ্ণার আবিষ্কারক কবি বোদলেয়ার। বিশ্বজনীন মানবিক অবক্ষয়ের অগ্ন্যুৎপাতকে প্রাচীন গ্রীক-রোমক পুরাণ দিয়েই এক লহমায় কবি আধুনিক চিন্তাশীল কাব্যপাঠকের মস্তিষ্কে চালিত করে সচকিত করে করে তুললেন। শহর সভ্যতার যুগগত বিতৃষ্ণা ও যন্ত্রণা তাঁর কবিতার শক্তি ও সম্পদ। গুটিপোকার মত কুটে খাওয়া জর্জর মানব হৃদয়ে গ্রীক মিথের উজ্জীবনী চৈতন্য দিয়েই তিনি পৃথিবীর রোম্যান্টিক কবিতার গতিময় ঘোড়াকে কঠিন লাগাম পরালেন। জলোচ্ছ্বাসের মত কবিতার স্বতন্ত্র প্রণালী দিয়ে নতুন ভাব্যভুবন উন্মোচিত হল। মিথের সাংকেতিকতা কবিতার শিরায় উপশিরায় নিয়ে এলো ভয়াবহ কম্পন। বদলে গেল কবিতার জেনেটিক রূপ। তাঁর মিথ ব্যবহার কবিতাকে গুরুভারে ভারাক্রান্ত করে তোলেনি, বরং তাঁর মিথ আকীর্ণ কবিতাগুলি সৌন্দর্যের নতুন অর্থ তাৎপর্যে সুশোভিত হয়ে উঠেছে। কবির অনেক ভালো ভালো কবিতা মিথ ব্যবহারের চিরন্তন সৌকর্যে লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে। সময়ের গোধূলী সন্ধ্যায় তাঁর কবিতা বেঁচে রয়েছে মিথের সংকেত জাদুতে। কবিতার নতুন ফর্মে প্রধানত হোমারের মহাকাব্য থেকে মিথের টুকরো টুকরো নুড়ি কুড়িয়েছেন কবি। ঐতিহ্যবন্দিত গ্রীক মিথের সুবিশাল ভাণ্ডারকে আপন অন্তর্দৃষ্টিতে দক্ষ জাদুকরের মত কবিতায় ব্যবহার করেছেন তিনি। তবুও বলতে হবে, মিথের ঐতিহ্য নির্ভর বিশ্বাসের জ্বরে আক্রান্ত নন কবি। প্রকৃতপক্ষে কবিতায় বোদলেয়ারের মিথ ব্যবহার যুগের ধ্বনিত অনুরণন। কবিতার যুগগত বিষণ্ণতাকে কবি তাঁর কলমের ধারাল হাঁসুয়ায় শান দিয়েছেন। হোমারীয় মিথের পরাজয় জর্জর নারী পুরুষের পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনকে কবিতায় সংবেদনশীল করে তুলেছেন। কবির নরক ক্লেদাক্ত। তাঁর সৌন্দর্য গলিত শবের দুর্গন্ধ পীড়িত রক্ত-রসে ডুবন্ত। মানুষের বোধিতে অনুপ্রবেশ করা কীটের মত শয়তানের স্বরূপ তিনি জেনেছেন। অধঃপতিত, নিমজ্জিত শয়তানের সঙ্গে তাঁর কবিতার ওঠাপড়া। অন্ধকার গোপন সুড়ঙ্গ দিয়েই তিনি কবিতার অভিনব আলোক-সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর কবিতায় কোন নীলকান্তমণি নেই, নেই তার কোনো জ্যোতি। তাঁর কবিতার যৌবন-কীটদষ্ট, যক্ষাগ্রস্ত। তবুও সুন্দরের চরণতলে নতজানু তিনি। তাঁর কবিতার সৌন্দর্যকে তিনি ছেঁকে নিয়েছেন গ্রীক পুরাণের পরাজয় পীড়িত চরিত্রের অন্তর্বেদনার মধ্য দিয়ে। গলিত শবের দুর্গন্ধকে তিনি শুভ্র চাদরে ঢেকে দেননি। কোন বিলাসী সুগন্ধিতে তাঁর ঘরদোর ভরে যায়নি। পঙ্কিল ক্লেদাক্ত কৃমিকীট লালিত নারকীয় বীভৎস শবদেহের মধ্যে রসরক্ত নিংড়ে নিংড়ে কবি গড়ে তুলেছেন সৌন্দর্যের হর্ম্য নিকেতন।

Reference:

১. Walter Martin, Games of Chance (Charles Baudelaire - এর 'Le Jue'- কবিতার ইংরেজি কাব্যানুবাদ)। Charles Baudelaire Complete Poems, Introduction by Carol Clark, Penguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 249

২. বুদ্ধদেব বসু, জুয়ো (Le Jeu), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২৮৭

৩. C. Scott Littleton (General Editor) Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 160-161

৪. Walter Martin, A Voyage to Cythera (Charles Baudelaire - এর 'Un Voyage A Cythera'- কবিতার ইংরেজি কাব্যানুবাদ)। Charles Baudelaire Complete Poems, Introduction by Carol Clark, Penguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 312

৫. ibid, To The Reader, ('Au lecteur' - 'পাঠকের প্রতি') P. 3

৬. Charles Baudelaire, Le voyage, (Read French), Ibid, P. 350

৭. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদক), শিবপুরাণ, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১৬, পৃ ১১৯৫

৮. Charles Baudelaire, Le Guignon, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 13

৯. Walter Martin, Bad Luck, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 37

১০. বুদ্ধদেব বসু, দুরদৃষ্ট (Le Guignon), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২২০

১১. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P.269

১২. C. Scott Littleton (General Editor) Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 184

১৩. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P.222

১৪. Charles Baudelaire, La Muse Malade, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 10

১৫. Walter Martin, The Sick Muse, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 29

১৬. বুদ্ধদেব বসু, রুগ্ন কবিতা (La Muse Malade), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২১৯

১৭. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P.69

১৮. Walter Martin, Don Juan In the Underworld, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 45

১৯. বুদ্ধদেব বসু, নরকে ডন জুয়ান (Don Juan aux Enfers), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২২৩

২০. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 194

২১. Charles Baudelaire, Le Beaute, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 15

২২. Walter Martin, Beauty, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 49

২৩. বুদ্ধদেব বসু, সৌন্দর্য (La Beaute), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২২৪

২৪. Charles Baudelaire, Avec ses Vetements Ondoyants et nacres, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 25

২৫. Walter Martin, In Glistering Shot Silk, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 71

২৬. বুদ্ধদেব বসু, স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে.... (Avec ses Vetements Ondoyants et nacares), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৩২-২৩৩

২৭. Walter Martin, Cats, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 175

২৮. বুদ্ধদেব বসু, বিড়ালেরা (Les Chats), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৬৫

২৯. Jean Chevalier and Alain gheerbrant, Cat, Dictionary of Symbols, Penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 1996, P. 163

৩০. Walter Martin, Black Bile, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 195

৩১. বুদ্ধদেব বসু, বিতৃষ্ণা (Spleen), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৬৮

৩২. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 149

৩৩. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 136

৩৪. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P.101

৩৫. Charles Baudelaire, Les Chats, Les Fluers Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 72

৩৬. বুদ্ধদেব বসু, বিড়ালেরা (Les Chats), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২৬৫

৩৭. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P. 33

৩৮. Walter Martin, Jewels, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 55

৩৯. বুদ্ধদেব বসু, অলংকার (Les Bijoux), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ ২২৭

৪০. Walter Martin, Reversibility, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 117

৪১. বুদ্ধদেব বসু, বৈপরীত্য (Reversibilite), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৫১

৪২. Walter Martin, What will you Say?, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 111

৪৩. Charles Baudelaire, Que diras-tuce soir, Pauvre ame solitaire, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Introduction by Carol Clark, Peguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 44

৪৪. বুদ্ধদেব বসু, কোন কথা আজ বলবি রাতে (Que diras-tu ce soir, Pauvre ame solitaire), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৪৮

৪৫. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 166

৪৬. Walter Martin, A Voyage to Cythera, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 313

৪৭. Ibid, P. 312

৪৮. বুদ্ধদেব বসু, সিথেরায় যাত্রা (Un Viyage a Cythere), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩১৯

৪৯. Walter Martin, A Voyage to Cythera, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 313

৫০. বুদ্ধদেব বসু, সিথেরায় যাত্রা (Un Viyage a Cythere), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩১৭

৫১. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 612

৫২. en.wikipedia.org, Pomona (Mythology), from Wikipedia, The free encyclopedia, dated - 06.03.2025

৫৩. Walter Martin, I haven't Forgotten, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 257

৫৪. বুদ্ধদেব বসু, এখনো ভুলিনি তাকে (Je n'ai Pas Oublie, Voisine de la ville), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৯১

৫৫. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P. 80

৫৬. Walter Martin, Travellers, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 351

৫৭. Ibid, The Laments of an Icarus, P. 375

৫৮. বুদ্ধদেব বসু, ইকারুস বিলাপ (Les plaintes d'um Icare), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৪২

৫৯. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P. 216

৬০. Ibid, P. 97

৬১. Walter Martin, Travellers, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 351

৬২. বুদ্ধদেব বসু, ভ্রমণ (Le Voyage), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮

৬৩. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P. 76

৬৪. Ibid,

৬৫. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 145

৬৬. Walter Martin, Roving Gypsies, (Bohemiens en Voyage), Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 41

৬৭. বুদ্ধদেব বসু, যাত্রী বেদেরা (Bohemiens en Voyage), ক্লেদজ কুসুম (Les Fleurs du Mal), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২২২

৬৮. C. Scott Littleton (General Editor), Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 225

৬৯. Walter Martin, The Swan, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 227

৭০. Homer, Iliad 21.310-319), penguin Books Ltd., 80 Strand, London, England, 2003, P. 372

৭১. Ibid, P. 388

৭২. Sabine G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow, Great Britain, London, 1965, P. 198

৭৩. C. Scott Littleton (General Editor) Mythology, Thunder Bay press, San Diego, California, 2002, P. 222

৭৪. Walter Martin, The Swan, Charles Baudelaire Complete Poems, Fyfield Books, Carcanet, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, 2006, P. 229